শেকড়

বর্ষ ১৩ | সংখ্যা ৫১
জানুয়ারি - মার্চ ২০১০

ইন্টারকোঅপারেশন-এর প্রকল্পসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়িত মাঠ কর্মসূচির ত্রৈমাসিক বার্তাপত্র

রিজিওনাল রিসোর্স পুল (আরআরপি) : বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত একটি ইনফরমাল নেটওয়ার্ক

- মো. মামুনুর রশিদ, ড. নাজমুন নাহার

ভূমিকা : কৃষিকাজই আজও বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবিকা নির্বাহের অন্যতম প্রধান উপায়। কৃষির উন্নয়নে সময়মত ও মানসম্মত উপকরণ প্রাপ্তি এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা তাই অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে কৃষি সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও সম্প্রসারণ বিভাগ, প্রাইভেট সেক্টর ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের ধারা আরও বেগবান ও সুসমন্বিত করার মাধ্যমেই কেবল এই সেক্টরে টেকসই সেবাদান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে ইন্টারকোঅপারেশন (আইসি) বাংলাদেশ-এর শক্তি প্রকল্প কৃষি সংশ্লিষ্ট জাতীয়ভিত্তিক সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আন্তঃসমন্বয় শক্তিশালীকরণের পাশাপাশি গ্রামীণ কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা ও চাহিদা নিরূপণ এবং তা সমাধানের লক্ষ্যে দক্ষ স্থানীয় সেবাদানকারী (এলএসপি) তৈরি করে একটি সমন্বিত সেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষকের কাছে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও তথ্য পৌছানোর ব্যাপারে সহায়তা করে আসছে। আইসির সহায়তায় এসব স্থানীয় সেবাদানকারীরা কমিউনিটির মানুষের কৃষি সংশ্লিষ্ট আশু সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের লক্ষ্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে আধুনিক জ্ঞান/উদ্ভাবনী ধারনা ও সাম্প্রতিক তথ্যাবলি প্রদান করছে, যা চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর মাধ্যমে পণ্যের মূল্য সংযোজন করতে সহায়তা করছে। এসব এলএসপি যাতে দক্ষতার সাথে সেবাদান কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে সে বিষয়টি মাথায় রেখে বিভিন্ন সরকারি এবং প্রাইভেট সেক্টর এক্সপার্ট/বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সেইসাথে প্রযুক্তি ও জ্ঞান বিষয়ের হালনাগাদ সমৃদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনে সরকারি এক্সপার্ট /বিশেষজ্ঞদের সাথে তাদের কার্যকর সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থায় জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ স্থানীয় সেবাদানকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে নিরলসভাবে অবদান রাখছে। পাশাপাশি স্থানীয় সেবাদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আঞ্চলিক/জেলা পর্যায়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সেবাদান ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আইসি-শক্তি প্রকল্প লাইন এজেন্সি ও প্রাইভেট সেক্টর পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত রিজিওনাল রিসোর্স পুল (আরআরপি) নামে একটি ইনফরমাল নেটওয়ার্ক প্রমোট করছে, যা কিনা স্থানীয় সেবাদানকারী ও তাদের সংগঠনের (এসপিএ) সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। একদিকে যেমন এই সেবাদানকারীরা তাদের সংগঠনের মাধ্যমে আরআরপির সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে সহজে আধুনিক তথ্য ও কলাকৌশল এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে তেমনিভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নতুন নতুন তথ্য, প্রযুক্তি/উদ্ভাবন এই আরআরপির বা ইনফরমাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় সহজেই পৌঁছে দিতে পারছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্য/দ্রব্যের মূল্য সংযোজন ও গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখছে।

একজন আরআরপি সদস্য কর্তৃক এলএসপিদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণের দৃশ্য

একথা সত্য যে লাইন এজেন্সি ও প্রাইভেট সেক্টরের এক্সপার্ট/বিশেষজ্ঞরা সংখ্যায় সীমিত এবং তাদের পক্ষে সকল কৃষকের কাছে সমভাবে পৌছানো সম্ভব নয়। অন্যদিকে কৃষকরাও সর্বদা দলবদ্ধ নয়। কাজেই এসব সরকারি বিশেষজ্ঞপুলের সাথে যদি গ্রাম পর্যায়ের একজন সেবাদানকারী বা তাদের সংগঠনসমূহের (এসপিএ) ভাল যোগযোগ ও জানাশোনা থাকে তাহলে এই সেবাদানকারী গ্রামীণ জনগণ ও সরকারী-বেসরকারী সেবাদানকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারে এবং সেবার প্রবাহ জোরদার ও কার্যকর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অপরপক্ষে লাইন এজেন্সি ও এর বিশেষজ্ঞরাও এলএসপিদের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের সেবা প্রদান করে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে। সবার সম্মিলিত প্রয়াসে ইতোমধ্যেই ইন্টারকোঅপারেশন তার লিফ ও

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

শেকড় অন্যান্য পৃষ্ঠায়

নার্সারি কার্যক্রম সংবাদ	৩	গ্রাম সংগঠনের সংবাদ	৩
সার্ভিস প্রোভাইডার সংবাদ	১০	সফল যারা কেমন তারা	১২
নারী	১৩	বাজার ও বাজারজাতকরণ	১৪
প্রশিক্ষণ সংবাদ	১৫		

intercooperation

শক্তি প্রকল্পের কর্মএলাকায় (বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগসহ সুনামগঞ্জ জেলায়) দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও সুনামগঞ্জ অঞ্চলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পরিচালিত ৫টি এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পরিচালিত ৪টি সহ মোট ৯টি রিজিওনাল রিসোর্স পুল (আরআরপি) প্রমোট করেছে, যেখানে প্রায় ১৭২ জন বিশেষজ্ঞ সদস্য রয়েছেন, যারা স্ব স্ব কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে এই সার্ভিসপুলে কাজ করছেন।

আরআরপি গঠনের উদ্দেশ্য : আঞ্চলিক রিসোর্সপুল গঠনের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ-

- কৃষি কারিগরি কমিটি বা এটিসি-এর সাথে কোলাবোরেশনের মাধ্যমে রিজিয়নের মধ্যে কৃষি সংক্রান্ত সরকারি সম্প্রসারণ বিভাগগুলো ও বেসরকারি খাতের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কার্যকরী অনানুষ্ঠানিক দল গঠনে সহায়কের ভূমিকা পালন করা;
- স্থানীয় সেবাদানকারীদের ধারাবাহিকভাবে সেবা প্রদানের জন্য একটি চলমান তথ্য আদান প্রদান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা;
- স্থানীয় সেবাদানকারীরা যাতে সহজেই আধুনিক জ্ঞান, তথ্য, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনসমূহ পেতে পারে তা নিশ্চিত করা;
- কৃষি বিষয়ক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ যাতে হাল নাগাদ তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থেকে সেবা কার্যক্রম চালনা করতে পারে সে ধরনের ব্যবস্থা করা;
- স্থানীয় সেবাদানকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সম্পদের সমাবেশ ঘটানো;
- স্থানীয় সেবাদানকারী এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরের কর্মীদের মধ্যে একটি অনানুষ্ঠানিক অথচ কার্যকর সংযোগ গড়ে তোলা।

আরআরপি'র সদস্যপদ নির্বাচন: রিজিওনাল রিসোর্সপুলের সদস্যদের রিসোর্স পারসন (RP) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং তারা আপন আপন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যে বিষয়ের ওপর বিশেষজ্ঞ বা দক্ষ তা বিবেচনায় নেয়া হয়। নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে রিসোর্স পার্সন নির্বাচন করা হয়ঃ-

- রিসোর্স পারসনকে তার পেশায় বিশেষজ্ঞ হতে হবে এবং অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ এপ্রোচের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
- বিশেষজ্ঞদের প্রাইভেট সার্ভিস প্রোভাইডার এবং গ্রামীণ জনগণের সাথে অংশগ্রহণমূলক কর্মকৌশল অবলম্বন করে কাজ করার মন মানসিকতা থাকতে হবে;
- ৩৫-৫০ বছর বয়সী বিশেষজ্ঞদেরকে রিজিওনাল রিসোর্স পুলের পটেনশিয়াল সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে;
- বিশেষজ্ঞরা প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত থাকার পরও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নিয়মিত অংশ নিতে পারবেন কিনা তা বিবেচনায় নিতে হবে;
- সরকারি প্রতিষ্ঠান বা লাইন এজেন্সির বিশেষজ্ঞ যারা এটিসি/ডিএইপিসি/ ইউএইসিসির সদস্য তাদেরকে আরআরপির সদস্য হিসেবে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;
- রিসোর্স পারসনকে উপজেলা লেভেলে সেবা প্রদানকারী সংগঠনের (এসপিএ) কাছাকাছি থাকতে হবে;
- বিশেষজ্ঞগণের গ্রামীণ জনগণের সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মানসিকতা থাকতে হবে;
- নিরবিচ্ছিন্নভাবে আরআরপির সদস্য হিসাবে টিকে থাকা নির্ভর করবে সেবা গ্রহণকারীদের মূল্যায়ন এবং আরআরপির অন্যান্য সদস্য অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মূল্যায়নের ওপর।

এখানে উল্লেখ্য, রিসোর্স পারসনের অন্তর্ভূক্তিকরণের সময় তার নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম, দক্ষতা/অভিজ্ঞতার বিষয়, দক্ষতা/অভিজ্ঞতার সময়সীমা, ফোন নং সহ যোগাযোগের ঠিকানা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হবে এবং তা নিয়মিত সংরক্ষণ ও আপডেট করতে হবে।

আরআরপি'র কাজের ক্ষেত্র/ডোমেইনসমূহ : গ্রামীণ জনগণের বিভিন্নমুখী চাহিদা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্নমুখী সমস্যা সমাধানের ওপর আরআরপি'র সদস্যদের কাজের ক্ষেত্র নির্ভর করে। এক্ষেত্রে বিবেচিত প্রধান ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে- ১) মাঠফসল, ২) উদ্যানতত্ত্ব ফসল (ফল, সবজি, কাঠ, মসলা, ঔষুধি গাছ), ৩) লাইভস্টক, ৪) পোলট্রি, ৫) মৎস্য, ৬) বাজারজাতকরণ ৭) অন্যান্য

আরআরপির দায়িত্ব :

• স্থানীয় সেবাদানকারীদের জ্ঞান, ধারনা ও দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে হালনাগাদ করা এবং মতবিনিময় চালু রাখা। • স্থানীয় সেবাদানকারীদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম যেমন প্রশিক্ষণ, শিক্ষণ ভিজিট ইত্যাদি আয়োজনে সহায়তা করা; • স্থানীয় সেবাদানকারীদের গুণগত সেবার কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা; • স্থানীয় সেবাদানকারীদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করা; • প্রশিক্ষণ কারিকুলাম, মডিউল, সিডিউল, হ্যান্ডআউট ইত্যাদি তৈরি করা; • সেবা প্রদানকারী সংগঠনগুলোকে (এসপিএ) প্রযুক্তি প্রদর্শনী স্থাপনে সহায়তা করা; • সেবা প্রদানকারী সংগঠনগুলোকে ইনফরমেশন এডুকেশন কমিউনিকেশন (আইইসি) বিষয়ক লিফলেট ফোল্ডার ইত্যাদি তৈরিতে সহায়তা করা; • স্থানীয় সেবাদানকারীর ও তাদের সংগঠনগুলোর প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষজ্ঞদের তথ্য ও প্রশিক্ষণ দানে সম্মত করতে সংযোগ তৈরি করা; • আরআরপি সদস্যদের সাথে স্থানীয় সেবাদানকারীদের কাজে সমন্বয় সাধন ও সংযোগ বৃদ্ধি করা; • আরআরপি সদস্যদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ ও দক্ষতার উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা; • নতুন রিসোর্স পার্সনের অন্তর্ভুক্তিকরণ বা পুরনো রিসোর্স পারসনের বাদ দেয়া; • লাইন এজেন্সি (সম্প্রসারণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান), প্রাইভেট সেক্টর এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্কিং করা; • গ্রাম পর্যায়ে নতুন নতুন তথ্য, জ্ঞান, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ইত্যাদির বিস্তার ঘটানো; • স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের বিভিন্ন কোঅর্ডিনেটেড প্লাটফরম ও ফোরামের সাথে সমন্বয় সাধন করে একটি অনানুষ্ঠানিক সংযোগ গড়ে তোলা।

উপসংহার : আইসি শক্তি প্রকল্প ইউএইসিসি, ডিএইপিসি, এটিসি ইত্যাদি কোঅর্ডিনেশন প্লাটফরমগুলোতে এমনভাবে ফ্যাসিলিটেট

করছে যাতে সেখানে সেবাপ্রদানকারী সংগঠনগুলোর (এসপিএ) প্রতিনিধিত্ব থাকে। এসব এসপিএর-মাধ্যমে কৃষকদের চাহিদা ও আশু সমস্যা সম্পর্কে কমিটিগুলো অবহিত হয়। কৃষকদের এসব সমস্যার সমাধানে স্থানীয় সেবাদানকারীরা নিজেদের প্রচেষ্টার পাশাপাশি আরআরপির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিশেষজ্ঞগণের সাথে যোগাযোগ করে। মূলত আরআরপির মাধ্যমে প্রাপ্ত সহায়তা এলএসপিদেরকে কৃষকদের সমস্যা সমাধানে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। শুধু তাই নয়, আরআরপিগুলোও এসব কোঅর্ডিনেশন প্লাটফরমের সাথে সেবাপ্রদানকারী সংগঠনসমূহকে কার্যকর লিংকেজ স্থাপনে সহায়তা করতে পারে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আরআরপি সদস্যদের সমন্বয়ে একটি সেন্ট্রাল টাস্কফোর্স গঠন করে এ কার্যক্রমকে সফলভাবে পরিচালনা ও টেকসই রাখার পাশাপাশি কৃষক পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি সেবার ধারাকে অব্যাহত রাখা সম্ভব। প্রাথমিকভাবে লিড অর্গানাইজেশন/নেতৃত্বদানকারী সরকারি দপ্তর হিসেবে কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আরআরপিদের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে পরিচালনায় সহায়তা করছে। এই টাস্কফোর্স আরআরপি সদস্যদের ডাটাবেজ তৈরি, দক্ষতার উন্নয়নসহ বিভিন্ন কাজ বাস্তবায়নে সহায়তা করছে। এ ব্যাপারে আঞ্চলিক পর্যায়ের কমিটি এটিসি-ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তারা সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আরআরপি সদস্যদের নিয়মিত দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে। অন্যদিকে শক্তি প্রকল্প কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সের সাথে আনুষ্ঠানিক সংযোগ এর মাধ্যমে আরআরপিদের কাজে লাগানো এবং সাম্প্রতিক বিষয়সমূহ অবহিতকরণের জন্য এটিসিসহ অন্যান্য ফোরাম/প্লাটফরমগুলোকে সহযোগিতা করতে পারে। এসপিএগুলোও তাদের স্থায়ীত্বশীলতার জন্য সরকারী দপ্তরের বিশেষজ্ঞ এবং তাদের সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সুদৃঢ় সংযোগ গড়ে তোলার মাধ্যমে তাদের চাহিদা পুরণে সদা সচেষ্ট থাকবে। সবশেষে বলা যায়, কৃষকদের প্রত্যাশিত সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারী সংস্থাগুলোর সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে স্থানীয় সেবাদানকারী ও তাদের সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং সরকারি ও বেসরকারি বিশেষজ্ঞ দল ও স্থানীয় পর্যায়ের সেবাদানকারীদের কার্যকর আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে একটি টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী সেবা ব্যবস্থা কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব।

নার্সারি কার্যক্রম সংবাদ

সফল নার্সারি মালিক সাম্ভ মিয়া

সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলার সদর ইউনিয়নের মেউহাড়ী ক্লাস্টারের সদস্য সাম্ভ মিয়া নার্সারি প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসার মাধ্যমে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি ২০০৬ সালে স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সিএনআরএস লিফ প্রকল্পের সাথে জড়িত হন এবং উপজেলা নার্সারি মালিক সমিতির সদস্য হন। পরবর্তিতে তিনি লিফ ও এএফআইপি প্রকল্পের সহযোগিতায় গাছের অঙ্গজ বংশবিস্তার, নার্সারি ব্যবস্থাপনা, মাতৃবাগান ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তিনি বাড়ির আঙ্গিনায় ৩ শতক জমিতে বিভিন্ন প্রকারের কাঠ ও ফল জাতীয় চারা উৎপাদন করেন এবং ভাল দামে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বিক্রি করেন। এএফআইপি ও লিফ প্রকল্পের সহযোগিতায় পরবর্তীতে মাতৃবাগানের জন্য উন্নত প্রজাতির বিভিন্ন গাছ সংগ্রহ করেন এবং মাতৃবাগান প্রতিষ্ঠা করেন। এই নার্সারী প্রতিষ্ঠা করে তিনি সফলতা পেয়েছেন। ভবিষ্যতে তিনি নার্সারি আরও বড় ও প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট।

নিজ নার্সারিতে শান্ত মিয়া

গ্রাম সংগঠনের সংবাদ

বরেন্দ্র অঞ্চলে খরা মোকাবেলায় খাড়ি ও পুকুর পুনঃখনন

বরেন্দ্র অঞ্চলে পানির অভাব দূর করার জন্য লিফ ও শক্তি প্রকল্পের স্থানীয় সহযোগী উন্নয়ন সংস্থা তৃণমূল-এর সহযোগিতায় ক্লাস্টার প্লাটফরমের উদ্যোগে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার নেজামপুর ইউনিয়নে ১ কি. মি. দীর্ঘ খাড়ি (খাল) ও ২টি পুকুর পুনঃখনন করা হয়। খাড়ি ও পুকুর পুনঃখননের জন্য মোট ব্যয়ের ১০% ক্লাস্টার/সিবিও এবং ৯০% প্রকল্প বহন করেছে। পরবর্তীতে এই পুকুরগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে ক্লাস্টার। এ এলাকায় খাড়ি পুন:খননের ফলে মাঠ ফসল ও সবজি উৎপাদন সহজ হবে। যেহেতু এখানে কোন ডিপ টিউবওয়েল নেই সেহেতু এই খাড়ির পানি দিয়ে তারা ধানসহ বিভিন্ন রবিশস্য করার সুযোগ পাবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইউনিয়ন পরিষদ উক্ত খাড়ির দুই ধারে বৃক্ষরোপণের জন্য ডিমকৈল ক্লাস্টারকে ২৫ বছরের জন্য লিজ দিয়েছে। তাছাড়াও পুকুর পুনঃখননের ফলে এলাকার লোকজন বিভিন্ন গৃহস্থালির কাজকর্মে, সবজি চাষে, পশু পালনে সহজেই পানি পাবে। ক্লাস্টার প্লাটফরম এসব পুকুর ৩-৫ বছরের জন্য মাছ চাষের জন্য ব্যবহার করবে।

খননকৃত খাড়ির একাংশ

ক্লাস্টারের উদ্যোগে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প

নওগাঁ সদর উপজেলার বর্ষাইল ইউনিয়নের মকমলপুর গ্রামের মকমলপুর ক্লাস্টার তাদের দরিদ্র ও অতিদরিদ্রদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে মৌসুমী স্বাস্থ্যসেবার সাথে সমঝোতা চুক্তির ধারাবাহিকতায় আইসির স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা মৌসুমী-এর সহযোগিতায় গত ২৪ জানুয়ারি মকমলপুরে এক স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পের আয়োজন করে। ক্যাম্পে চিকিৎসকগণ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত মোট ৪৫ জন দরিদ্র ও অতিদরিদ্র নারী পুরুষকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। উল্লেখ্য, মকমলপুর ক্লাস্টার এবং মৌসুমী স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্পের সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী প্রতিমাসে দু'বার করে স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। চুক্তিটি এক বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পুরস্কৃত হলো ক্লাস্টার প্লাটফরম

ক্লাস্টারের উদ্যোগে যৌতুকবিহীন ১৪টি বিয়ে সম্পন্ন হওয়ায় ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সম্মাননা পদক পেল সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার ভাটিপাড়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের ইসলামপুর ও কুচিরগাঁও গ্রামের পদ্মা ক্লাস্টার। প্রকল্পের সহযোগিতায় ক্লাস্টার প্রতিনিধি, নারী বান্ধবী, গ্রামের গণ্যমান্য ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে যৌতুকবিরোধী কমিটি গঠন করে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে যৌতুকবিহীন বিয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। এ বছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের সময় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এ সম্মাননা পদকটি পদ্মা ক্লাস্টার প্রতিনিধি আবুল কালামের হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিরাই উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, ভাটিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ক্লাস্টারের উদ্যোগে মহান মাতৃভাষা দিবস পালন

'একুশ মানে যুদ্ধ, একুশ মানে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, একুশ মানে মায়ের ভাষাকে রক্ষা করা'-এই স্লোগানকে বুকে ধারন করে আইসির কর্ম এলাকায় বিভিন্ন গ্রাম সংগঠন ও ক্লাস্টারের উদ্যোগে পালিত হয় মহান মাতৃভাষা দিবস। মহান মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর সকলে মিলে ৫-৬ দিন আগে থেকেই বাঁশ, কঞ্চি, রঙিন কাগজ, কাপড় দিয়ে তৈরি করে শহীদ মিনার। ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল বেলা খালি পায়ে ফুল হাতে কালো ব্যাচ ধারণ করে র‍্যালি শেষে নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর তাদের তৈরি করা শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে পূরণ করে তাদের প্রাণের ব্যাকুলতা। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে আলোচনা অনুষ্ঠান, কবিতা আবৃত্তি, একুশের গান, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং সুন্দর হাতের লেখার আয়োজন করা হয় এবং প্রতিযোগিদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আলোচনা সভায় বক্তারা ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য এবং এ থেকে আমাদের অর্জনসমূহ নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ক্লাস্টার সদস্যদের শ্রদ্ধাঞ্জলী

শীতকালীন করলার চাষে লাভবান হলো কৃষকেরা

শীতকালীন করলা চাষ করে লাভবান হয়েছেন দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলার মুক্তারপুর সততা ক্লাস্টারের একতা মানব কল্যাণ সমিতির ৩ জন সদস্য। স্থানীয় অনুন্নত জাতের মাধ্যমে বছরের ১ বার গ্রীষ্মকালীন করলা চাষ করতো সংগঠনের কৃষকরা। তাতে কৃষকগণ লাভবান না হওয়ায় এক পর্যায়ে করলা চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। সংগঠনের সদস্যগণ লিফ ও শক্তি প্রকল্পের স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কাম টু ওয়ার্ক-এর সহায়তায় বদরগঞ্জ আমরুলবাড়ী ক্লাস্টারের উৎপাদিত উন্নতজাতের করলা উৎপাদন পদ্ধতি ও বাজারজাত ব্যবস্থার ওপর শিক্ষণ ভিজিট করেন। শিক্ষণ ভিজিটের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সততা ক্লাস্টারের ৩ জন কৃষক ১,৮০০ টাকা কেজি দরে ৩ কেজি বীজ ক্রয় করে পরীক্ষামূলকভাবে করলা চাষাবাদ শুরু করেন। ৩ জন কৃষক ৭৯ শতক জমিতে করলা চাষ করে ৩ মাসে মোট ৯২ মন করলা উৎপাদন করেন যার মূল্য ৩২,০০০ টাকা। সেচ, সার বীজ, জমি চাষ, শ্রমিক ইত্যাদি বাবদ মোট ৮,৫০০ টাকা খরচ বাদে লাভ হয় ২৩,৫০০ টাকা।

কৃষকদের আবাদ করা করলার ক্ষেত

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদ্‌যাপন

প্রতিবছরই বন্যায় প্লাবিত হয়ে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সয়দাবাদ ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের বহু ঘরবাড়ি, গাছপালা, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি বিনষ্ট হয়। এতে এলাকাবাসী বিপুল ক্ষতির মুখোমুখি হয়। ২০০৯ সালে পরীক্ষামূলকভাবে লিফ প্রকল্পের স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এনডিপি-এর আওতায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস প্রকল্প হিসেবে ৯টি ওয়ার্ডে দুর্যোগের প্রকোপকে অগ্রাধিকার করে ৪টি ওয়ার্ডে (বাঐতারা, জারিলা, খিদির ও ফুলবাড়ি) বন্যার সময় গবাদিপশু নিরাপদে রাখার জন্য আশ্রয় কেন্দ্র তৈরি করা হয়। গত ৩১ মার্চ দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদ্‌যাপন করার মধ্য দিয়ে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে গবাদিপশুর আশ্রয় কেন্দ্রটি নির্মাণের পুরো পদ্ধতি সকলের সামনে তুলে ধরা হয়।

দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসে বক্তব্য রাখছেন ক্লাস্টার নেত্রী। ইনসেটে নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্র

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

শেকড়

intercooperation

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

'আমরাই পারি নারীর বিরুদ্ধে সকল নির্যাতন বন্ধ করতে'-এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে গত ৮ মার্চ ইন্টারকোঅপারেশনের কর্মএলাকায় বিভিন্ন ক্লাস্টার ও গ্রাম সংগঠনের উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত নানা আয়োজনের মাধ্যমে এলাকাবাসী নারীর অধিকার এবং নারী নির্যাতনের বন্ধ ও প্রতিকার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পেরেছে। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালি, পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন, আলোচনা অনুষ্ঠান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন বিষয়ে মঞ্চ নাটক প্রদর্শনী ইত্যাদি। র‍্যালিতে এলাকার শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে গ্রামের শত শত নারী পুরুষ অংশগ্রহণ করে। নারী দিবসের আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন এলাকায় গণ্যমান্য ব্যক্তি, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, লিফ-শক্তি প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ। আলোচনা সভাগুলোতে বক্তারা নারী-পুরুষের সমসুযোগ, সমঅধিকারের ওপর বক্তব্য রাখেন। তারা নারীদের প্রতি নির্যাতন বন্ধ করতে বলেন। নারীদের অবহেলা না করা, বাল্যবিবাহ এবং নারী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে শিক্ষিত মা তৈরি করার কথা বলেন। সভায় বক্তারা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী অধিকার সংরক্ষণ ও নারী অধিকারের আইন কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, বহুবিবাহ, নারীপাচার, এসিড নিক্ষেপ এবং শারীরিক, মানসিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থার ওপর জোর দেন। এলাকার কোন নারী শিশুর যাতে অর্থের অভাবে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে না যায়, সে বিষয়ে কোন কোন স্থানে সমিতির পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তারও অঙ্গীকার করা হয়। এছাড়া পারিবারিকভাবে নারীরা যাতে আর নির্যাতিত না হয় সে বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে নারী বান্ধবী ও গ্রামীণ নারী সমিতির সভানেত্রীগণ আগের তুলনায় আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের র‍্যালি

নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা

নারী দিবসের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল অসহায় নারীদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা, বাল্যবিবাহ বন্ধ, পারিবারিক দ্বন্দ্ব নিরসন, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, মাতৃকালীন ভাতা প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি কাজের সাথে জড়িত বিভিন্ন ক্লাস্টার নেত্রী ও নারী উদ্যোক্তাকে সম্মাননা প্রদান। কোন কোন স্থানে ক্লাস্টার ও গ্রাম সংগঠনের উদ্যোগে গরিব নারীদের মাঝে বিনামূল্যে ওষুধ সহ চিকিৎসা সেবা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। কোন কোন স্থানে নারীকে রত্নগর্ভা মা হিসেবে সম্মাননা প্রদান করা হয়। যৌতুকবিহীন বিয়ে হয়েছে এমন দম্পতিকে সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়। পরিশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক প্রদর্শনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়।

এছাড়া দিবসে দুর্যোগের আগের প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। শুকনো খাবার, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, স্যালাইন, মোমবাতি, ম্যাচ, সাবানসহ গো-খাদ্য মজুদ করার কথা বলা হয়। পোস্টারের মাধ্যমে র‍্যালি করে জনগণকে সচেতন করা হয়। জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, আইসির বগুড়া অঞ্চলের প্রতিনিধি, ইউডিএমসি'র প্রতিনিধিবৃন্দ, ওয়ার্ডভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, গবাদিপশুর আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ কমিটি, ক্লাস্টার ও সিবিও'র প্রতিনিধিগণ এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

সংগঠনের সহায়তায় পানীয় জলের ব্যবস্থা

লিফ ও শক্তি প্রকল্পের স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সচেতন-এর কর্ম এলাকা রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের হরিরামপুর গ্রামে ২টি টিউবয়েল আছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুব সামান্য। খরা মৌসুমে টিউবওয়েলে পানি ওঠে না। ফলে গ্রামবাসীর খাবার পানি থেকে শুরু করে গোসল করা, ধোয়ামোছা, থালা বাসন মাজার জন্য পুকুরের পানির ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু চৈত্র মাস আসার আগেই পুকুরের পানি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। তারপরও নিরুপায় হয়ে পুকুরের পানি ব্যবহার করার ফলে সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের অসুখ বিসুখে ভোগে। বিষয়টি নিয়ে হরিরামপুর শ্রমজীবী মহিলা শক্তির সভানেত্রী মোছা. মাজেরা বেগম সমিতির সকলের সম্মতিতে পানির পাম্পের জন্য ইউপি চেয়ারম্যান বরাবর দরখাস্ত করেন। মাজেরা বেগম ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য। চেয়ারম্যান দরখাস্ত গ্রহণ করেন এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিসের সাথে যোগাযোগ করে ২,০০০ টাকা জামানত দেওয়ার শর্তে একটি পাম্পের ব্যবস্থা করে দেন যা মাজেরা বেগমের বাড়িতে স্থাপন করা হয়। এখন হরিরামপুর শ্রমজীবি মহিলা শক্তির সদস্যরা বিশুদ্ধ খাবার পানি পান করছে।

হতদরিদ্রদের আয় সৃষ্টিতে সংগঠনের উদ্যোগ

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নের শাহ আরেফিন ক্লাস্টারের মোকছেদপুর গ্রামের মোকছেদপুর আদিবাসি সমিতির সদস্যরা সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের টাকা থেকে প্রতিমাসে দু'টি করে ছাগল কিনে পালনের জন্য হতদরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করছে। তারা এ পর্যন্ত গড়ে ২,০০০ টাকা করে ৮টি ছাগল ক্রয় করে ৪ জন হতদরিদ্র সদস্যের মাঝে বিতরণ করেছে। ভবিষ্যতে ছাগল বিক্রির লভ্যাংশ সংগঠন এবং ছাগল পালনকারী সমান ভাগে ভাগ পাবে। এতে করে হতদরিদ্রদের আয়ের একটি পথ সৃষ্টি হয়েছে।

ছাগল পালনরত আদিবাসী নারীরা

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

শেকড়

inter
cooperation

ক্লাস্টারের প্রচেষ্টায় পাপোশ তৈরির কারখানা

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আকচা ইউনিয়নের চেয়ারম্যানপাড়া ক্লাস্টারটি তাদের কর্মপরিকল্পনায় পাপোশ তৈরির একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তারা বালিয়াডাংগি ভাই ভাই হ্যান্ডলুম ফ্যাক্টরিতে শিক্ষণ ভিজিটের আয়োজন করেন। ভাই ভাই হ্যান্ডলুম ফ্যাক্টরির সাথে পাপোশ তৈরির বিষয় লিংকেজ ও চুক্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শুরু হয় এবং ভাই ভাই হ্যান্ডলুমের দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা বিভিন্ন ডিজাইনের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাঁত বানানো, চালানো এবং সেটিং করার জন্য আকচা ইউনিয়নেরই দেবনাথপাড়া ক্লাস্টারের একজন দক্ষ তাঁতির সাথে চুক্তির মাধ্যমে উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সটি সম্পন্ন হয়। প্রশিক্ষণ শেষে উৎপাদন শুরু হয় ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। পরবর্তীতে কাঁচামাল সংগ্রহ ও পাপোশ বিক্রির বিষয়ে লিফ প্রকল্পের সহায়তায় ক্লাস্টার থেকে ৬ জন প্রতিনিধিকে ঢাকা, গাজীপুর, কোনাবাড়ী, মিরপুরে শিক্ষণ ভিজিটে নিয়ে যাওয়া হয়। চেয়ারম্যনপাড়া ক্লাস্টারের এই উদ্যোগকে অনুসরণ করে এবং ভাই ভাই হ্যান্ডলুম ফ্যাক্টরির কারিগরি সহযোগিতা নিয়ে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার তিনটি ইউনিয়নে ও আটোয়ারী উপজেলার একটি ইউনিয়নের মোট ৬টি ক্লাস্টারে ৬টি উৎপাদন কেন্দ্র চালু হয়েছে। কেন্দ্রগুলোতে বর্তমানে মোট ৩২টি পাপোশ উৎপাদনের তাঁত নিয়মিত চলছে আর এই তাঁতগুলোতে ওই এলাকারই প্রায় ৪২ জন হতদরিদ্র কাজ করছে। প্রাথমিকভাবে, ৬টি উৎপাদন কেন্দ্র হতে নিয়মিত তারা প্রতিমাসে ৮,০০০ পিস ছোট/বড় বিভিন্ন সাইজের পাপস উৎপাদন করছেন। শুরুর দিকে তাদের বুননের হাতও ছিল কাঁচা, বাজার ছিল স্থানীয়, পণ্যের বহুমুখিতা তেমন একটা ছিলনা বিধায় তাদের দৈনিক গড় আয় ছিল ৪০-৫০ টাকা। ব্যবসা কমিটি ও প্রকল্পের সমন্বিত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন দূরবর্তী বাজারে যোগাযোগ করা হয়। বাজারগুলোতে পাপসের ব্যাপক চাহিদা থাকায় তারা নারায়নগঞ্জ, বগুড়া'তে ৩ জন বড় ক্রেতার সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। ফলে তাদের উৎপাদনকেন্দ্র গুলোতেও ২/৩টি করে তাঁত বেড়ে যায়, পাশাপাশি ক্লাস্টারগুলোর কর্মরত হতদরিদ্রের দৈনিক আয়ও বেড়ে যায়। বর্তমানে একজন উৎপাদনকারী দিনে গড়ে আয় করছে ৯০ থেকে ১০০ টাকা আর শ্রমিক আয় করছে দিনে ৬০ থেকে ৭০ টাকা পর্যন্ত। অপরদিকে প্রতিটি উৎপাদন সেন্টারের একজন সদস্য নিয়ে একটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কমিটি তৈরি হয়েছে, যারা পাপোশ তৈরির বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে যেমন-সুতা প্রসেসিং, তাঁত সেটিং, পাপোশ ডিজাইন ইত্যাদি। এই ব্যবসাটি সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে পরিচালনার জন্য কমিটির সদস্যরা যৌথ আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে পাপোশ বিক্রি, কাঁচামাল ক্রয়, ক্রেতার সাথে যোগাযোগ, আয় ব্যয় হিসাব ইত্যাদি কাজ দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে পারছে। ভবিষ্যতে ব্যবসা প্রসারের জন্য তারা নতুন নতুন বহুমুখী পণ্যের সন্ধান করছে ও এরই ফলশ্রুতিতে পাপোশের পাশাপাশি উল, সুতা ও পাট দিয়ে বাজারের ব্যাগ তৈরির কাজ করতে যাচ্ছে। পাপোশ তৈরির এই কাজ এখানকার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন এনেছে।

তাতের মাধ্যমে পাপোশ তৈরি করছেন ক্লাস্টার সদস্যরা

মিষ্টির প্যাকেট তৈরি করে আয়ের পথ সৃষ্টি

সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলার ভীমখালী ইউনিয়নের ফেকুল মাহমুদপুর গ্রামের মধ্যপাড়া মহিলা সমিতির সদস্যরা নিজেদের এবং হতদরিদ্র সদস্যদের বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মিষ্টির প্যাকেট তৈরির কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সংগঠনের উদ্যোগে লিফ প্রকল্পের সহায়তায় সংগঠনের হতদরিদ্র ১৪ জন ও কমিউনিটির ২ জন সদস্যকে গত ২৮-২৯ অক্টোবর ২০০৯ মোট ৩ দিন স্থানীয় সেবাদানকারীর মাধ্যমে হাতেকলমে মিষ্টির প্যাকেট তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে সদস্যরা মিষ্টির কার্টুন বিক্রির জন্য বিভিন্ন বাজারের হোটেল ও রেঁস্তোরায় গিয়ে বাজার যাচাই করেন। বাজার যাচাই শেষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৪ জন সদস্য মাথাপিছু ৩০০ টাকা করে মোট ৪ হাজার ২০০ টাকা সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে ১ জন সদস্য সিলেটে গিয়ে কাগজ ক্রয় করে এবং ১ কেজি ও ২ কেজি ওজনের প্যাকেট মেশিনে কেটে নিয়ে আসেন। প্রথম চালানে তারা ১,৪০০টি প্যাকেট তৈরি করে। এতে মোট খরচ হয় ২,৮৫০ টাকা। প্রতি পিছ প্যাকেট ৩.৭৫ টাকা হতে ৪.০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। সকল খরচ বাদে ২,১০০ টাকা আয় হয়। বাড়িতে অবসর সময় কাজে লাগিয়ে মিষ্টির প্যাকেট তৈরি করে বাড়তি আয় সদস্যদের মধ্যে ভালভাবে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

ইউএনও এবং উপজেলা চেয়ারম্যানের ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প পরিদর্শন

গত ৩ মার্চ পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার ভরতপুর ক্লাস্টারের উদ্যোগে আটঘরিয়া স্থানীয় সেবাদানকারী সমিতি ও আটঘরিয়া উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সার্বিক তত্ত্বাবধানে গরুর খুরা রোগের ওপর ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ভ্যাকসিনেশনের পাশাপাশি ভিটামিন ট্যাবলেটও খাওয়ানো হয়। উক্ত ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আটঘরিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ এশারত আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন আটঘরিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ছাইদুল ইসলাম। ক্যাম্পে আরো উপস্থিত ছিলেন পিসিডির নির্বাহী পরিচালক মোঃ শফিকুল আলম, আটঘরিয়া উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এটিএম ফজলুল কাদের মল্লিকসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প সকাল ৬টা থেকে শুরু হয়ে বেলা ১১টা পযর্ন্ত চলে। উক্ত ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পে ২১০টি গরুর ভ্যাকসিন ও ভিটামিন ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়।

ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্পে উপস্থিত আছেন ইউএনও এবং উপজেলা চেয়ারম্যান

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হলো 'গ্রামীণ ক্ষুদ্র বাণিজ্যমেলা'

ইন্টারকোঅপারেশন-এর বগুড়া অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে সহযোগী স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থাসমূহের আয়োজনে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় এবং ক্লাস্টার প্লাটফরমের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় তিন মেয়াদী গ্রামীণ ক্ষুদ্র বাণিজ্যমেলা। এর মধ্যে আইসির স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এস্পেস-এর আয়োজনে জয়পুরহাটে শহীদ ডা. আবুল কাশেম ময়দানে গত ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি, মৌসুমী-এর আয়োজনে নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার হাইস্কুল মাঠে ৯-১১ মার্চ, এনডিপির আয়োজনে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলা শিশুপার্ক চত্বরে ২৫-২৭ মার্চ এবং গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলা পরিষদের সার্বিক সহযোগিতায় উদ্যোগ ফাউন্ডেশন এর আয়োজনে উপজেলার ডাকবাংলা চত্বরে ১৪-১৬ জানুয়ারি আয়োজিত গ্রামীণ পণ্য মেলাসমূহ উল্লেখযোগ্য। মেলাসমূহ উদ্বোধন করেন যথাক্রমে জয়পুরহাটে জেলা প্রশাসক আবু সৈয়দ মোহাম্মদ হাসিম, বদলগাছীতে নওগাঁর জেলা প্রশাসক মোঃ আহসান হাবীব তালুকদার কামারখন্দে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোঃ হুমায়ূন কবীর এবং পলাশবাড়ীতে গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক মোঃ শহীদুল ইসলাম। এসব মেলার উদ্দেশ্য ছিল ক্লাস্টারের দরিদ্র ও অতিদরিদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যের প্রদর্শনী এবং স্থানীয় ও জাতীয় বাজারের ক্রেতাদের সাথে তার পরিচিতি ঘটানো। উক্ত গ্রামীণ ক্ষুদ্র বাণিজ্যমেলায় গ্রামীণ কৃষক সংগঠনের উৎপাদিত গুণগত মানসম্পন্ন কৃষি ও অকৃষি পণ্যের স্টল প্রদর্শিত হয়। মেলায় ক্লাস্টার ও স্থানীয় উদ্যোক্তা, প্রাইভেট সেক্টর/কোম্পানি ও লিফ প্রকল্পের সহযোগী সংস্থাসহ স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা অংশগ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শন করে। স্টলগুলোতে যে সকল পণ্য প্রদর্শিত হয়েছে সেগুলো হলো, আদর্শ বসতবাড়ির মাধ্যমে সারা বছর সবজি চাষ ও আধানিবিড় পদ্ধতিতে সোনালি মুরগি পালন, বাঁশ ও বেতের তৈরি পণ্য, ট্রাউজার, কাগজের ব্যাগ, খেলনা, মিষ্টি, হস্তশিল্প, বিভিন্ন প্রাইভেট সেক্টরের পণ্য পরিচিতি, এসপিএর কার্যক্রমসমূহ, নার্সারির মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নত জাতের ফল ও ফুলের চারা ও বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার উৎপাদিত পণ্য। এ সকল পণ্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে স্থানীয় ও বহিঃবাজারের ক্রেতাদের সাথে আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য তৈরি ও বাজারজাতকরণের অর্ডার পায়। মেলায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথিরা দরিদ্র ও অতিদরিদ্রদের হাতে তৈরিকৃত পণ্যের প্রশংসা করেন এবং পরবর্তীতে পন্যের মানোন্নয়ন ও ব্যাপক আকারে মেলার আয়োজন উৎসাহ প্রদান করেন। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ তাদের সমস্যাবলী জেলা প্রশাসকদের কাছে তুলে ধরলে তারা সেগুলো সমাধানে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ ও পরামর্শ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। মেলায় গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা ও সংস্থার লোকজনের ব্যাপক সমাগম ছিল। মেলায় আয়োজিত আলোচনা সভায় ইন্টারকোঅপারেশন বগুড়া অঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, এসোসিয়েট এডভাইজার, সহযোগী সংস্থাসমূহের টিম লিডারসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

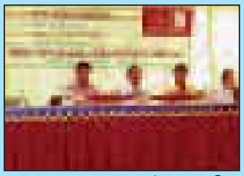
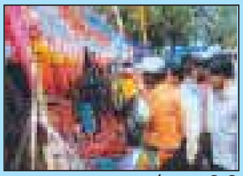

(১) জয়পুরহাটে আয়োজিত মেলার আলোচনা অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ (২) বদলগাছিতে নওগাঁর জেলা প্রশাসকের মেলা পরিদর্শন
(৩) কামারখন্দে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের মেলা পরিদর্শন (৪) পলাশবাড়ীতে গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের মেলা পরিদর্শন

প্রাণিসম্পদ গ্রাম বাস্তবায়নে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত জানুয়ারি মাসে লিফ ও শক্তি প্রকল্পের স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা উদ্যোগ ফাউন্ডেশন ও দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে জরিপ পরিচালনা করে উপজেলার সিংড়া ইউনিয়নের আদিবাসী জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত শীধল গ্রামকে মডেল প্রাণিসম্পদ গ্রাম হিসাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় গত ৯ মার্চ উপজেলা সেবাদানকারী সংগঠনের সহযোগিতায় আলোচনা ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় মডেল প্রাণিসম্পদ গ্রাম স্থাপনের উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখা করা হয় এবং এই লক্ষ্যে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়। স্থানীয় সেবাদানকারী সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রত্যেক পরিবারের জন্য স্বল্পমূল্যে ভ্যাকসিনেশন কার্ড প্রদান করা হয় ও নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম পরিচালনা, উন্নত জাত সংগ্রহ ও জাত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এছাড়াও উন্নতজাতের ঘাসের প্লট স্থাপন, মিনি খামার স্থাপন করা হয়েছে।

পিআইডির ফলাফল অবহিতকরণ বিষয়ক মাঠ দিবস উদযাপন

জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার আটাপুর ইউনিয়নের নীলতা ক্লাস্টারের কৃষকেরা মরিচ ও মৌসুমভিত্তিক টমেটো চাষ করতে গিয়ে টমেটোর চারার গোড়া পচা ও মরিচের পাতা কোঁকড়ানো রোগের কারণে যথেষ্ট পরিশ্রম করেও আশানুরূপ ফসল ঘরে তুলতে পারেন না। স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এস্পেস-লিফ প্রকল্পের সহযোগিতায় পাঁচবিবি উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি কর্মকর্তার উপস্থিতিতে সমস্যাভিত্তিক এক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। এ সাধারণ সভার মাধ্যমে স্থানীয় জাতের মরিচের পাশাপাশি পাঁচ জাতের (স্থানীয় জাত, লালতীরের সনিক, মল্লিক এর যমুনা-১, মেটাল এর পিকনিক এবং নামধারী কোম্পানির এফ-১ এন.এস.১৭০১) মরিচ চাষ এবং সোলারাইজেশন পদ্ধতিতে টমেটোর চারা উৎপাদনের ওপর অংশগ্রহণমূলক উদ্ভাবনী উন্নয়ন (পিআইডি) স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এস্পেস-লিফ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পাঁচবিবির সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের পর গত ৩১ মার্চ নীলতা ক্লাস্টারে পিআইডির ফলাফল শেয়ারিং বিষয়ক এক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। মাঠ দিবসে পাঁচবিবি উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা মো. সামছুল ওয়াদুদের উপস্থিতিতে মাঠ পরিদর্শনের মধ্যে দিয়ে এলাকার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পিআইডির ফলাফল উপস্থিত সকলের মধ্যে তুলে ধরা হয়। এতে

মাঠ দিবসে মরিচের ফলন পরীক্ষা করা হচ্ছে

দেখা যায় যে মরিচের ক্ষেত্রে লালতীরের সনিক, নামধারীর এফ-১এন.এস.১৭০১ জাতে স্থানীয় জাতের তুলনায় রোগ বালাই কম, ফলন বেশি। অন্যদিকে সোলারাইজেশন পদ্ধতিতে স্থাপিত বীজতলায় উৎপাদিত টমেটোর চারা স্বাস্থ্যবান ও গোড়া পচা রোগবালাই ৮০% মুক্ত হওয়ায় এসব চারা থেকে বেশি টমেটো পাওয়া যায়।

আদিবাসী পল্লীতে খাকি ক্যাম্বেল হাঁস পালন

রাজশাহীর চারঘাট উপজেলায় নিমপাড়া ইউনিয়নের কামিনী গঙ্গারামপুর আদিবাসী দিনমুজুর সংগঠনের সদস্যরা আয়মূলক কাজ হিসেবে উন্নত জাতের হাঁস পালন শুরু করেছে। সচেতন-লিফ-শক্তি প্রকল্পের সহায়তায় ১০টি পরিবার সংগঠনের মাধ্যমে চারঘাট এসপিএ'র সাথে যোগাযোগ করে হাঁস পালন বিষয়ে কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তারা এলএসপি'র সহায়তায় নওগাঁর সান্তাহার হাঁস প্রজনন খামার থেকে ২২ টাকা দরে ৩০০টি খাকি ক্যাম্বেল হাঁসের ১ দিনের বাচ্চা সংগ্রহ করেন। হাঁস বড় হলে অর্ধেক হাঁস সংগঠনকে দিবে এই শর্তের আলোকে ৩০০টি বাচ্চা সংগ্রহের জন্য সংগঠনের তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি এলএসপির সাথে হাঁস পালন বিষয়ক এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যেখানে সেবাদানকারী সংগঠন হাঁস পালনকারী পরিবারসমূহকে কারিগরী সহায়তা যেমন, যোগাযোগ করে সময়মত ওষুধ, টিকা প্রদান করবে।

গ্রামীণ সংগঠনগুলোর উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

আইসি কর্মএলাকার বিভিন্ন গ্রামীণ সংগঠন এবং তাদের ক্লাস্টার প্লাটফরম-এর উদ্যোগে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গত ২৬ মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কুচকাওয়াজ, র‍্যালি, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাস্টার নেতৃবৃন্দ, ওয়ার্ড সদস্য, স্কুলশিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, ক্লাস্টার নেতা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি। সকল কর্মসূচিতেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর র‍্যালি শেষে সকল শ্রেণীর মানুষ তাদের তৈরি করা স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আলোচনা অনুষ্ঠান, কবিতা আবৃত্তি, স্বাধীনতার গান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, যেমন খুশি তেমন সাজো এবং খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলাপ আলোচনা করা হয় এবং আলোচনাকারীদের বক্তৃতায় মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবগাঁথা ইতিহাস এবং যুদ্ধের কাহিনী নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধাদের পুষ্পমাল্য দিয়ে সম্মান জানানো হয়। পরিশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে দিবসের সমাপ্তি ঘটে।

স্বাধীনতা দিবসের র‍্যালী

উন্নত পদ্ধতিতে দেশী আলু চাষে সাফল্য

সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার রফিনগর ইউনিয়নের মেঘনা গ্রামের দরিদ্র পরিবারের শ্রী রাখাল দাস উন্নত পদ্ধতিতে আগাম জাতের দেশী আলু চাষে করে এক ব্যাপক সফলতা পেয়েছেন। সংগঠনের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা ইরা-এর সহযোগিতায় উন্নত পদ্ধতিতে দেশী আলু চাষে উদ্বুদ্ধ হন। তিনি স্থানীয় সেবাদানকারীর পরামর্শে ১০ শতাংশ জমিতে সর্বমোট ২৪০০ টাকা খরচ করে ১০ মণ আলু পান। আলুর মণ প্রতি বাজার দর ১,৪০০ টাকা হিসেবে ১৪,০০০ টাকায় বিক্রি করেন। খরচ বাদে লাভ দাঁড়ায় (১৪,০০০-২,৪০০)=১১,৬০০ টাকা যা রাখাল দাসের মতো একজন দরিদ্রের পরিবারে এনেছে এক বিরাট সফলতা। এই সাফল্যকে এলাকার সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য গত ৫ ফেব্রুয়ারি মেঘনা গ্রামে এক কৃষক মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়।

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনে ব্যতিক্রম উদ্যোগ

রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার পাঁচগাছি ইউনিয়নের জাহাঙ্গীরাবাদ ক্লাস্টার বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এই ক্লাস্টারে দরিদ্র বা হতদরিদ্র অনেকেই ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বা স্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ২টি রিং ও স্লাব পেয়েছে আবার অনেকে স্বল্পমূল্যে রিং ও স্লাব ক্রয়ও করেছে। কিন্তু তারা রিংগুলো গরুর চাড়ী বসানোর কাজে ব্যবহার করছে। ব্যবহার করছে না প্রকৃত উদ্দেশ্যে। খোলা জায়গায় এখনো তারা পায়খানা ব্যবহারে অভ্যস্ত। বিষয়টি বিবেচনা করে ক্লাস্টার প্রতিনিধিরা সিদ্ধান্ত নেয় দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবার কোনভাবে রিং স্লাব পেলেই ক্লাস্টার সদস্যরা কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের রিং স্লাব যথাস্থানে স্থাপন করে দেবে এবং ব্যবহার করতে সার্বিক ব্যবস্থা নেবে। তারা এভাবে গত নভেম্বর ২০০৯ হতে মার্চ ২০১০ পর্যন্ত মোট ২৬টি রিং স্লাবের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

ক্লাস্টার সদস্যরা রিং স্লাব বসাচ্ছেন

গবাদিপশুর আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ

সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলার বন্যাকবলিত বেহেলী ইউনিয়নে সিএনআরএস দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস প্রকল্প আইসি-এর সহযোগিতায় বন্যার সময় গবাদিপশু রক্ষার জন্য বদরপুর গ্রামের পূব কান্দায় নির্মাণ করা হয়েছে গবাদি পশুর আশ্রয় কেন্দ্র। এই আশ্রয় কেন্দ্রটি ১০০ শতক জমির উপরে নির্মাণ করা হয়েছে এবং সমতল জমি থেকে ৮ ফিট উঁচু করা হয়েছে যাতে করে বন্যার সময় এর উপরে পানি উঠতে না পারে। এই কেন্দ্রটি নির্মাণ হওয়াতে বন্যার সময় কমপক্ষে ৮-১০ গ্রামের আনুমানিক ১৫০০-২০০০টি গবাদি পশু এখানে আশ্রয় নিতে পারবে। এই আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ হওয়ার ফলে আগামি দিনে এসব গ্রামের অধিবাসীদেরকে বন্যাকালীন ২৫-৩০ লাখ টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে না।

জলমগ্ন সহনশীল জাতের ধানের বীজ ব্যাংক

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সয়দাবাদ ইউনিয়নে এনডিপি-লিফ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস প্রকল্পের সহায়তায় জলমগ্ন সহনশীল স্বর্ণা সাব-১ জাতের ধানের প্রদর্শনী প্লট করে। প্লট বন্যার পানিতে প্রায় ১৫-২০ দিন ডুবে থাকা সত্ত্বেও বিঘা প্রতি ১৮-২০ মণ ধান উৎপাদন হয়েছে। এ জাতের ধান বন্যা কবলিত এলাকার জন্য খুবই উপযোগী দেখে ৯টি ওয়ার্ডের ক্লাস্টার প্রতিনিধিরা উৎপাদিত স্বর্ণা সাব-১ ধানগুলো বীজ হিসাবে সংরক্ষণ করেছে। তারা ৫টি ড্রাম ক্রয় করে বীজগুলো যত্নসহকারে রেখে দিয়েছে। তারা ড্রামগুলোকে বীজ ব্যাংক নামে আখ্যায়িত করেছে। এই বীজ ব্যাংকগুলো থেকে কমিউনিটির সাধারণ মানুষ বীজ নিয়ে চাষাবাদ করতে পারবে, এক্ষেত্রে কেউ ১ কেজি বীজ নিলে ২ কেজি বীজ ফেরত দিবেন।

রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নের ঘরকাটি গ্রামের শাপলা বারকি শ্রমিক সমিতির সদস্যরা নিজেদের উদ্যোগে

রাস্তার ধারে গাছ লাগানোর দৃশ্য

ইউনিয়ন পরিষদের সাথে যোগাযোগ করে ও চুক্তির মাধ্যমে যৌথভাবে রাস্তার পাশে বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষ রোপণ করেছেন। প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তায় ১৬০টি ফল ও কাঠের গাছ রোপণ করেছে।

ক্লাস্টারের উদ্যোগে অতিদরিদ্রদের মাঝে ভ্যান বিতরণ

জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকা বাংলা-ভারত সীমান্ত ঘেঁষা পশ্চিম কড়িয়া ক্লাস্টার গত জানুয়ারি মাসে তাদের ৫ জন অতিদরিদ্র সদস্যের মাঝে আয়মূলক কাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫টি ভ্যান বিতরণ করেছে। প্রতিটি ভ্যানের মূল্য ধরা হয়েছে ৬,৫০০ টাকা, যা সদস্যগণ প্রতিদিন ভ্যান চালনার পর দিনশেষে নির্দিষ্ট আদায়কারীর

ভ্যানের পাশে সমিতির সদস্যরা

কাছে ৩০ টাকা করে জমা করবেন। ফলে একদিকে তাদের যেমন টাকা পরিশোধের সমস্যা হচ্ছে না অন্যদিকে সংসারে বাড়তি চাপও পড়ছে না। ১০ মাসের মধ্যে সমুদয় টাকা পরিশোধ করে তারা ভ্যানের মালিক হতে পারবে। অতিদরিদ্রদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার ক্লাস্টারের এই উদ্যোগ সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

ক্লাস্টার নেটওয়ার্কের সফলতা

আইসির স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ব্রিফ-এর সহযোগিতায় নীলফামারী সদর উপজেলার ইটাখোলা ইউনিয়নের ক্লাস্টার নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিরা উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে যোগাযোগের মাধ্যমে ২৮টি ব্লাকবেঙ্গল জাতের পাঠি ছাগল সংগ্রহ করে অতিদরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করেন। এলএসপি কর্তৃক নিয়মিত ফলোআপ ও টিকা দেয়া এবং কৃমিনাশক ওষুধ সেবন ও যত্নের ফলে ছাগলগুলো কোন প্রকার সমস্যা ছাড়াই ছয় মাসের মধ্যে ১-২টি করে বাচ্চা প্রসব করে। বর্তমানে ছাগলগুলো ২৫০ গ্রাম থেকে ৫০০ গ্রাম পর্যন্ত দুধ দিচ্ছে। বর্তমানে বাচ্চাসহ মোট ছাগলের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৭৪টি। ছাগলের দুধ অতি পুষ্টিকর হওয়ায় সংসারে বাচ্চাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হচ্ছে। আবার কেউ কেউ বিক্রি করে বাড়তি অর্থ উপার্জন করছে। অতিদরিদ্রদের জন্য এই বিশেষ প্রকল্পটি হাতে নেয়ায় মাস্টার নেটওয়ার্কের প্রতি গ্রামবাসীদের আস্থা আরো বেড়েছে।

আদিবাসীদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ

লিফ-শক্তি প্রকল্পের স্থানীয় সহযোগী উন্নয়ন সংস্থা এস্পেস এবং সূর্যের হাসি ক্লিনিকের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছে জয়পুরহাট সদর উপজেলার পুরানাপৈল ইউনিয়নে গাংরাইল আদিবাসী ক্লাস্টারের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত আদিবাসীরা। বছরব্যাপী চিকিৎসার জন্য সদস্যরা পরিবারভিত্তিক ৩০ টাকা মূল্যের একটি করে চিকিৎসা কার্ড সংগ্রহ করেছে। এরই প্রেক্ষিতে গত ৬ ফেব্রুয়ারি দিনব্যাপী আয়োজিত স্বাস্থ্যক্যাম্পের মাধ্যমে এসব সুবধাবঞ্চিতদের চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হয়। এই স্বাস্থ্যক্যাম্পে ৮৫ জন নারী, পুরুষ, শিশু ও গর্ভবতী মহিলা বিনামূল্যে ওষুধ, রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ পায়।

বিটিভির 'মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানে সিরাজগঞ্জের দুগ্ধগ্রাম ও পাটরশি গ্রামের প্রতিবেদন

বিটিভি'র মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে গত ২২ ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জের ভারাঙ্গা 'দুগ্ধগ্রাম' এবং ২০ মার্চ জারিলা 'পাটরশি গ্রাম'

দুগ্ধগ্রামের প্রতিবেদনে মর্জিনা বেগমের সাক্ষাতকার

উন্নয়নের প্রতিবেদন প্রচার করা হয়। সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ভারাঙ্গা ক্লাস্টারটি এখন ভারাঙ্গা দুগ্ধগ্রাম এবং সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার জারিলা গ্রামটি পাটরশি গ্রাম নামে পরিচিত। গ্রাম দু'টির অধিকাংশ লোক পাট দিয়ে রশি তৈরির পেশায় নিয়োজিত হয়ে একত্রে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন। লিফ ও শক্তি প্রকল্পের স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এনডিপি উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণ, নতুন বাজার তৈরি, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ, স্থানীয় সেবাদানকারী ইত্যাদির মাধ্যমে সহায়তা করছে।

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

শেকড়

inter cooperation

সার্ভিস প্রোভাইডার সংবাদ

এসপিএ এবং উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর মধ্যে সমন্বয় সভা

গত ১৫, ২৪ এবং ২৮ মার্চ ব্রিফ-শক্তি প্রকল্পের আওতাভুক্ত তিনটি উপজেলায় যথাক্রমে জলঢাকা সদর উপজেলা জনকল্যাণ সেবাদানকারী সমিতি, নীলফামারী সদর উপজেলা বহুমুখী সেবাদানকারী সমিতি ও ডিমলা উপজেলা বহুমুখী মানবকল্যাণ সেবাদানকারী সমিতি তাদের স্ব-স্ব উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় সভার আয়োজন করে। উক্ত সমন্বয় সভায় ইউনিয়নভিত্তিক উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ও সংশ্লিষ্ট উপজেলার কৃষি অফিসার এবং এসপিএ-এর নির্বাহী কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সমন্বয় সভায় এসপিএ-এর সার্ভিস সেন্টারগুলো শক্তিশালীকরণ, মাঠ পর্যায়ে উন্নত কলাকৌশল বাস্তবায়নে এসপিএ-এর যৌথ উদ্যোগ ও সহযোগিতা, গ্রাম পর্যায়ে মাটি পরীক্ষা করানোর ক্ষেত্রে উভয়ের ভূমিকা ও সহায়তা, এসপিএ মিটিং ও এলএসপি দ্বারা সেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের অগ্রগতি ক্ষতিয়ে দেখা এবং সর্বোপরি এসপিএ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মধ্যে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়। এই আলোচনার ফলশ্রুতিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মাসে ২ দিন সার্ভিস সেন্টারগুলোতে তাদের উপসহকারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ এবং উপজেলার কৃষি অফিসের আওতাভুক্ত যে কোন ট্রেনিং, ওয়ার্কসপে এসপিএ সদস্যদের অন্তভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সফল স্থানীয় সেবাদানকারী ইয়াসিন আলী

রংপুরের পীরগাছা উপজেলার ইটাকুমারী ইউনিয়নের ছোট হাঁয়াত খাঁ ক্লাস্টারটি মোট ৩টি সমিতি নিয়ে গঠিত। ক্লাস্টারের সদস্যরা দলীয় মিটিং ও আলোচনার মাধ্যমে এলাকার ২ জন দক্ষ কৃষককে এলএসপি হিসেবে নির্বাচন করেন। তার মধ্যে ইয়াসিন আলী একজন। ইয়াসিন আলী সবজি ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ পান। প্রশিক্ষণ পেয়ে তিনি তার বাড়ির আশেপাশে পতিত জায়গায় উন্নত জাতের টমেটো, বরবটি, ঢেড়শ, মিষ্টিকুমড়া ও চাল কুমড়ার আবাদ করেন। এতে তার আশাতিরিক্ত সাফল্য আসে। পরবর্তীতে ক্লাস্টার কর্তৃক তাকে সবজি ভেলুচেইন এলাকায় একটি শিক্ষণ ভিজিটের ব্যবস্থা করা হয়। সেই ভিজিটে তিনি ভারমি কম্পোস্টসহ ৭ রকমের জৈব সার তৈরির প্রক্রিয়া দেখেন ও তা ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারেন। এরপর তিনি বাড়ির আশপাশের ঝোপঝাড় পরিস্কার করে সেখানে ৬ ধরনের জৈব সার তৈরির উদোগ গ্রহণ করেন। এসপিএ-এর সহায়তায় মিঠাপুকর উপজেলা থেকে প্রশিক্ষক এনে তিনি ও দলের আরো ৫ জনসহ মোট ৬ জন সার তৈরি ও ব্যবস্থাপনার উপর ৩ দিনের প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণের পরে তিনি মোট আট হাজার টাকা খরচ করে ভার্মি কম্পোস্ট, কুইক কম্পোস্ট, পিট কম্পোস্ট, হারবাল কম্পোস্ট, জৈব কম্পোস্ট তৈরির কাজ শুরু করেন। বর্তমানে তার বাড়িতে ৭ রকমের কম্পোস্ট সারের প্রদর্শনী আছে। এই সারের পাশাপাশি তিনি লাল তীর ও নর্দান সিড এর বীজ বিক্রি করে এলাকায় কৃষকদের কাছে প্রিয়পাত্র হিসাবে পরিচিত লাভ করেন। আগে ইয়াসিন শুধু কৃষিকাজ করে তার পরিবারের মোট ৬ জন সদস্যকে নিয়ে কোন রকম জীবনযাপন করতেন। বর্তমানে সবজি চাষ, বীজ বিক্রি ও ভার্মি কম্পোস্ট বিক্রির মাধ্যমে এবং সিবিওতে শেসন নেয়ার মাধ্যমে মাসে ১,০০০ থেকে ১,২০০ টাকা আয় করছেন।

নিজের তৈরি কম্পোষ্টের পাশে এলএসপি ইয়াসিন আলী

জৈব সার ব্যবহারের মাধ্যমে আলুর উৎপাদন বৃদ্ধির প্লট স্থাপন

রাজশাহীর পবা উপজেলার হুজরীপাড়া ক্লাস্টারের স্থানীয় সেবাদানকারী মোঃ হাফিজুর রহমান। শাকসবজির এলএসপি হিসেবে এলাকার কৃষকের ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। এবারে হাফিজুর জৈব সারের প্রযুক্তি সম্প্রসারণে এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি এমএসপি শক্তি প্রকল্পের সহযোগিতায় নর্দান এগ্রো লি. প্রদানকৃত জৈব সার ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের মাধ্যমে কার্ডিনাল আলুর ১০ শতক করে দুটি পৃথক প্লটে প্রর্দশনী স্থাপন করেন। তার প্রর্দশনী প্লট স্থাপনের সময় ব্যবহৃত সারের পরিমাণ জৈব সার (নর্দার্ন এগ্রো লি. কর্তৃক প্রদত্ত) ৪৫ কেজি এবং ইউরিয়া ২০ কেজি ও বোরন ০.৫ কেজি। এছাড়া অন্য কোন সার ব্যবহার করা হয়নি। অন্যদিকে কৃষকের নিজস্ব পদ্ধতির প্লটে (রাসায়নিক প্রর্দশনী প্লট) ব্যবহৃত সারের পরিমাণ ইউরিয়া ৪০ কেজি, এমপি ২০ কেজি, জিপসাম ১০ কেজি, ডিএপি ২০ কেজি, বোরন ০.৫ কেজি। জৈব পদ্ধতিতে সারের খরচ রাসায়নিক পদ্ধতি অপেক্ষা শতকরা ৫০% কম (১,২০০ টাকা) যেখানে এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে সারের খরচ ২,৪০০ টাকা। আলু উত্তোলন করার পর দেখা গেল যে, রাসায়নিক প্রর্দশনী প্লটে উৎপাদিত আলুর পরিমাণ ২২ মণ এবং জৈব সার প্রর্দশনী প্লটে উৎপাদিত আলুর পরিমাণ ২৭ মণ (২৪% বেশি)। আরও লক্ষ্যণীয় বিষয়, জৈব সার ব্যবহারে প্রর্দশনী প্লটের আলুর চেহারা চকচকে ও আকারে বড় এবং বাজার মূল্য বেশি পাওয়া গেছে। হাফিজুর প্রথমে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, তার ১০ শতক জমিতে অল্প খরচে এত বেশি আলু উৎপাদিত হবে। জৈব সার প্রয়োগে হাফিজুরের আলু উৎপাদনের এই সাফল্য দেখে এলাকার জনগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে এলাকার অনেকে অন্যান্য ফসলে এই জৈব সার ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। আর কৃষিবিদদের মতে এই

জৈবসার ব্যবহার করে প্রাপ্ত আলুর পাশে হাস্যজ্জ্বল হাফিজুর

সার ব্যবহার করলে এক দিকে বাঁচবে কৃষকের অতিরিক্ত সারের খরচ অন্যদিকে জমির উর্বরতা ঠিক থাকবে। এলএসপি হাফিজুরের আলু চাষে জৈব সার ব্যবহারে এই সফলতার ফলে এলাকার কৃষকের মাঝে তার প্রতি আস্থা আরো বেড়ে গেছে।

এসপিএ-এর বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৭ জানুয়ারি সুনামগঞ্জের দিরাই সেবাদানকারী সংগঠন -এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এসপিএ'এর সভাপতি মহিবুল ইসলাম (কেনু)। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিরাই উপজেলার চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুল কদ্দুছ, ভাইস চেয়ারম্যান গোলাপ মিয়া, উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা, কৃষি কর্মকর্তা, সমাজসেবা কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন এনজিও কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় অতিথিদের সামনে সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মকৌশল, কাজের ধরন, বর্তমান অবস্থা বিগত ১ বছরের অর্জন আর্থিক প্রতিবেদন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। অতিথিবৃন্দ মাঠ পর্যায়ে এলএসপিদের সেবার গুণগত মানে সন্তোষ প্রকাশ করেন। দিরাই সেবাদানকারী সংগঠনকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন উপজেলা চেয়ারম্যান। এসপিএর বিভিন্ন কর্মকান্ডে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশে থেকে সহযোগিতা প্রদান করবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন অতিথিবৃন্দ। অন্যদিকে দিরাই সেবাদানকারী সংগঠন প্রথমবারের মতো গত ২৩ জানুয়ারি উপজেলার ৫টি ইউনিয়নে পৃথকভাবে ৫টি মতবিনিময় কর্মশালার আয়োজন করে। প্রত্যেক কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড মেম্বার, কর্মরত সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, এলএসপি এবং বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিনিধিবৃন্দ, এসপিএ-এর নির্বাহী কমিটির সদস্য প্রমুখ। কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কৃষকদের সফলতার জন্য এলএসপিদের সহযোগিতার প্রশংসা করেন। চেয়ারম্যানরা ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কমিটিতে বিষয়ভিত্তিক এলএসপিদের অর্ন্তভুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন। তারা ইউনিয়নভিত্তিক সার্ভিস সেন্টার চালু করার আহ্বান জানান। কর্মশালায় উপস্থিত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ এই সার্ভিস সেন্টারে সেবা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেন।

স্থানীয় কৃষকের কৃষি সমস্যার সমাধানে মৌগাছির পরামর্শ কেন্দ্র

রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার মৌগাছি বাজারে আধুনিক সেবা প্রদানকারী সমিতির উদ্যোগে কৃষকের দোড়গোড়ায় কৃষি বিষয়ক পরামর্শ পৌছে দেয়ার জন্য নতুনরূপে গড়ে উঠেছে স্থানীয় পরামর্শ কেন্দ্র। এই পরামর্শ কেন্দ্রে সবজি, ফল, মাঠ ফসল, বাঁশ ও ওষুধি পণ্য উৎপাদন এই ৫টি বিষয়ের ওপর পরামর্শ প্রদান করা হয়। উপজেলা কৃষি অফিসের সাথে যৌথভাবে এলএসপিদের পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে দু'বার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং এলএসপিদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে মৌগাছি বাজারের পরামর্শ কেন্দ্র। পরামর্শ কেন্দ্রের মাধ্যমে মাসে প্রায় ২০০ জন স্থানীয় কৃষক সেবা পাচ্ছে। এই সেবার মাধ্যমে কৃষক যেমন লাভবান হচ্ছে তেমনি এলএসপি এবং তাদের এসোসিয়েশনের পরিচিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এসপিএ-এর উদ্যোগে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প

গত ২০ মার্চ সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলায় শাল্লা ইউনিয়নের শ্রীহাইল গ্রামে শাল্লা সার্ভিস প্রোভাইডার এসোসিয়েশন (এসপিএ)-এর উদ্যোগে এক ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প-এর আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পে ৪ জন এলএসপির মাধ্যমে ৪টি সিবিও এবং ১টি ক্লাস্টারের মোট ৭৭৩টি গরুকে ভ্যাকসিন দেয়া হয়। প্রতিটি ভ্যাকসিনের মূল্য ৫ টাকা। আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ইউপি সদস্য, পশুসম্পদ কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, স্কুল শিক্ষক, ক্লাস্টার প্রতিনিধি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে ভ্যাকসিনের গুরুত্ব, রোগবালাই দূরীকরণের উপায়, এলএসপিএর সহায়তা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। ভ্যাকসিন দিয়ে স্থানীয় সেবাদানকারীদের আয় হয় ৩,৮৬৫ টাকা।

জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ দিবসের আয়োজন

মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহার রোধ এবং জৈবসারের ব্যবহার বৃদ্ধিতে নীলফামারী সদর বহুমূখী সেবাদানকারী সমিতি শক্তি প্রকল্পের স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগী ব্রীফ এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান অন্নপূর্না এগ্রোসার্ভিস-এর সহযোগিতায় গত ২১, ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি এবং ৩ ও ৭ ফেব্রুয়ারি সবজি ভেল্যু চেইন এলাকায় (সংগলশী ইউনিয়ন) ৫টি কৃষক মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। উক্ত কৃষক মাঠ দিবসগুলোতে কৃষকদের মধ্যে জৈব সার ব্যবহারের সুফল ও মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহারের কুফল সরেজমিনে প্রদর্শন করা হয়। উক্ত মাঠ দিবস আয়োজনের ফলে কৃষকদের মধ্যে জৈব সার ব্যবহারের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিটি মাঠ দিবসে নীলফামারী সদর উপজেলার উপজেলা কৃষি অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, উপ-সহকারী কৃষি অফিসার, ব্রিফ-লিফ/শক্তি প্রকল্পের টিম লিডার এসপিএর সদস্য ও ব্রিফের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ডোমারে আয়োজিত কৃষক মাঠ দিবসের দৃশ্য

মৎস্য বিষয়ক এলএসপি ও গ্রামসংগঠনের যৌথ উদ্যোগে ফিস নার্সারি স্থাপন

স্থানীয়ভাবে ভাল পোনা উৎপাদনের মাধ্যমে মাছ চাষের সুযোগ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার দত্তগ্রাম ও পানগাঁও গ্রামের একতা ক্লাস্টার পানগাও গ্রামে উন্মুক্ত জলাশয়ে প্যানফিস কালচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। একতা ক্লাস্টারের পানগাঁও গ্রামের মিলন সংঘের জয়মনি দাস, ফুলবাড়ি মহিলা সমিতির সালাম এবং স্থানীয় মৎস্য বিষয়ক এলএসপি বিকাশ দাসের যৌথ উদ্যোগে

স্থানীয়ভাবে ফিস নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে। মূলত এলএসপি বিকাশ দাসের অভিজ্ঞতার আলোকেই এই ফিস নার্সারি স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এলএসপি বিকাশ ইরা-লিফ প্রকল্পের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর পানগাঁও একতা ক্লাস্টারের সহযোগিতায় দিরাই সেনগুপ্ত ফিস লিমিটেড মৎস্য হ্যাচারিতে কাজ নেন। এ ফিস হ্যাচারিতে বিকাশ দাস রেনু ফুটানো, মাছের রোগ বালাই দমন, মাছের পোনা বাজারজাতকরণ এবং পাইকারের সাথে যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ক কাজ করে থাকেন। পাশাপাশি এলাকার ক্লাস্টার ও সংগঠনসমূহের উদ্যোগে বাস্তবায়িত পুকুরে মাছ চাষ, ডুবা পুকুরে মাছ চাষে পোনা ও কারিগরি বিষয়ক সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন। যৌথ উদ্যোগের এ ফিস নার্সারি প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য শরিফপুরের ৫টি পুকুর তারা ৩ বছরের জন্য লিখিত চুক্তিতে লিজ নেয়। এই নার্সারিতে মনোসেক্স তেলাপিয়া ও কার্পো মাছের পোনা রয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে স্থানীয় দরিদ্র কৃষকরা গুণগত মানের পোনা পাবে এবং চাহিদা অনুযায়ী সময়মত পোনা প্রাপ্তিতে নিশ্চিত হবে।

সফল যারা কেমন তারা

মৌচাষের মাধ্যমে আব্দুর রহমান এখন স্বাবলম্বী

সমতা নারী কল্যাণ সংস্থার লিফ ও শক্তি প্রকল্পের সহযোগিতায় রাজশাহীর বাঘা উপজেলার বাউসা ইউনিয়নের মিয়াপাড়া মহিলা উন্নয়ন সংগঠনের অতিদরিদ্র সদস্য মো. আব্দুর রহমান। সংগঠনের উদ্যোগে এবং প্রকল্পের সহায়তায় আয়মূলক কাজের ওপর শিক্ষণ ভিজিট এবং প্রশিক্ষণ পেয়ে মৌচাষ করে এখন স্বাবলম্বী। এসএনকেএস এর মাধ্যমে আব্দুর রহমান মধুপুরে শিক্ষণ ভিজিটে গিয়ে মৌচাষের কাজটি প্রথম দেখেন ২০০৬ সালে। এরপর তিনি মৌচাষের কাজটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রথম দিকে অনেক বাধার সম্মুখীন হলেও বর্তমানে তিনি তার পরিবার এবং সংগঠনের আরো ৫ জন সদস্য নিয়ে প্রায় ৩০টি মৌবক্সে মৌচাষ করছেন। এতে সরিষার মৌসুম হতে লিচুর মৌসুম পর্যন্ত মোট ৫ মাস প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ কেজি মধু উৎপাদন করছেন। মধু উৎপাদনের জন্য আব্দুর রহমান মধু আহরণের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও ক্রয় করেছেন। এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত মধু খাটি হবার ফলে এলাকায় এই মধু অত্যন্ত সমাদৃত হচ্ছে এবং দিন দিন চাহিদাও বাড়ছে। প্রতি কেজি মধু তিনি ২০০ টাকা দরে বিক্রি করেন। এতে উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে প্রতি সপ্তাহে তিনি প্রায় ৭০০০ টাকা আয় করেন। ফলে এখন আব্দুর রহমানের পরিবার ও সংগঠনের আরো ৫ জন সদস্য মৌচাষের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে।

মৌ চাষের দৃশ্য

ওষুধি গাছ চাষে মিজানুর রহমানের সাফল্য

প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে একজন দক্ষ ওষুধি গাছ চাষি হিসেবে পরিচিত করেছেন জয়পুরহাট সদর উপজেলার উত্তর জয়পুর বর্গাপাড়া গ্রামের কৃষক মো: মিজানুর রহমান। স্থানীয় সহযোগী সংস্থা এস্পেস-শক্তি প্রকল্পের সহায়তায় ঔষধি চাষের প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে তিনি ওষুধি গাছ চাষ ও তার ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রদর্শনী হিসেবে বাসক বাগান করেন। গ্রামের লোকজনের কাছে তিনি বাসককে সর্দি, কাশি, জ্বরের ওষুধ হিসেবে তুলে ধরেন এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করেন। অল্প কিছুদিন পরই মো: মিজানুর রহমান এই বাসক পাতার রস প্রয়োগের সুফল পেতে শুরু করেন। গত বছরের তুলনায় এবার তার বাসক বাগান থেকে প্রায় ৮০-৯০ কেজি বাসক পাতা বিক্রয় হয়। তিনি ৭,৫০০ টাকার বাসক কাটিং এবং ৮,৫০০ টাকার চারা তৈরি করে বিক্রয় করেছেন। তার সাফল্য দেখে গ্রামের লোকজন এই ওষুধি গাছ প্রাপ্তির তথ্য জানতে চায়। মিজানুর রহমান আগ্রহী কৃষকদেরকে ওষুধি গাছ এনে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এভাবে তার মতো আরো অনেকে ওষুধি গাছের চাষ শুরু করলে এলাকায় ওষুধি গাছের বিস্তারে সহায়ক হবে।

বাসক বাগানে মিজানুর

সুখের স্বপ্ন দেখছেন এখন ছকিলা

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ঘোগাদহ ইউনিয়নের নদীভাঙন, খরা ও বন্যাকবলিত একটি গ্রাম খারুয়ার পাড়। সেখানকার অভাবী মানুষের হাতে কাজ থাকে বছরের দুই-তিন মাস। বাকি ৯-১০ মাস পুরুষদের কাজের জন্য অন্যত্র যেতে হয়। আর নারীদের না খেয়ে থাকতে হয় অথবা একবেলা খেয়ে দিন যাপন করতে হয়। সলিডারিটি লিফ প্রকল্পের সহায়তায় এলাকাবাসীর উদ্যোগে গঠিত হয় সিবিও বা সংগঠন। এই সিবিও বা সংগঠনের বার্ষিক পরিকল্পনায় হতদরিদ্র মহিলাদের জন্য আয়মূলক কাজের সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়। সংগঠন স্থানীয় সেবাদানকারীর মাধ্যমে হাঁস-মুরগি পালনের ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। তিন দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে হতদরিদ্র সদস্য ছকিলা বেগম। প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর তিনি এলএসপি হামিদুজ্জামান (হাম্মান) এবং সিবিও লিডারদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তার আগ্রহ দেখে সিবিও লিডাররা সলিডারিটির সংগে যোগাযোগ করে প্রথমে তাকে বিশ হাজার টাকা ঋণের ব্যবস্থা করে দেয়।

নিজের খামারে মুরগির যত্ন নিচ্ছেন ছকিলা

তাদের পরামর্শে লিফ প্রকল্পের দেয়া বন্যা পরবর্তী পূর্নবাসন কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত টিন দিয়ে সংগঠনের দেয় একটি জায়গায় তিনি মুরগি পালনের ঘর তোলেন। প্রথমে তিনি একশত মুরগির বাচ্চা তোলেন এবং পঁচিশ দিন পর তা বিক্রি করে তার লাভ হয় পাঁচশ' টাকা। পরে তিনি আবারও একশ' বাচ্চা তোলেন তাতে তার লাভ হয় এক হাজার পাঁচশ' টাকা। এভাবে তিনি মুরগি পালন করে প্রতিমাসে আয় করছেন। পাশাপাশি ঋণের কিস্তির টাকাও নিয়মিত পরিশোধ করছেন। পূর্বের কিস্তির টাকা পরিশোধ করে ছকিলা পুনরায় ৪ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ৪০০টি ব্রয়লার বাচ্চা তুলেছেন। তিনি এখন মুরগির খামারটি বড় করার কথা ভাবছেন। মুরগি পালনের মাধ্যমে আয় দিয়ে ছকিলা স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি পইকারদের সাথে যোগাযোগের জন্য মোবাইল কিনেছেন। থাকার জন্য টিনের ঘর করেছেন। তার অভাব এখন অনেকটা দুর হয়েছে। তিনি এখন আর না খেয়ে থাকেন না। ছকিলার এই সফলতা দেখে গ্রামের আরো কয়েকজন মহিলা মুরগি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অভাবী ফরিদার আত্মকাহিনী

পাবনা সদর উপজেলার দাপুনিয়া ইউনিয়নের শাহাপুর গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মেয়ে ফরিদা বেগম। ৮ম শ্রেণী পাস করার পর পারিপার্শ্বিক বাঁধা এবং আর্থিক অনটনের কারণে দরিদ্র পিতা ফরিদাকে বিয়ে দেন। স্বামীর সংসারে এক কন্যা সন্তান নিয়ে সুখেই দিন কাটছিল ফরিদার। হঠাৎ একদিন আভ্যন্তরীণ গন্ডগোলে গ্রামের একজন খুন হওয়ার কারণে ফরিদার স্বামীসহ পরিবারের লোকজন আসামী হয়। স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। উপায়ন্তর না দেখে ফরিদা তার দরিদ্র পিতার বাড়িতে এসে উঠেন। দরিদ্র বাবার সংসারে বাড়তি বোঝা হয়ে ফরিদা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। একদিন পিসিডি লিফ প্রকল্পের কর্মীর সহযোগিতায় সাহাপুর দক্ষিণপাড়ায় গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের মিটিং-এ ফরিদা উপস্থিত থেকে লিফ প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হন। ফরিদা সমিতির সদস্য হয়ে নিয়মিত সঞ্চয় জমা দেয়া শুরু করেন। পিসিডি লিফ প্রকল্পের সহায়তায় ফরিদা বিভিন্ন শিক্ষণ ভিজিট করেন ও প্রশিক্ষণ পান। তিনি সবসময় চেষ্টায় থাকেন কিভাবে নিজেকে আয়ের সাথে যুক্ত করা যায়। ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টায় তিনি পিসিডি লিফ প্রকল্পে মোবাইল ম্যানেজারের পরামর্শ ও সহযোগিতায় পিসিডি থেকে ১০ হাজার টাকা ৮% সুদে ঋণ নিয়ে ৫০টি সোনালি মুরগি ক্রয় করে মিনি খামার স্থাপন করেন। শুরু হয় ফরিদার পথ চলা। নিয়মিত খামারের মুরগির যত্ন ও পরিচর্যা করছেন। বর্তমানে ফরিদা খামার থেকে প্রতিদিন ৪০-৪৫টি ডিম বিক্রয় করে ৭০-৮০ টাকা আয় করছেন। এই আয় থেকে ঋণের টাকা পরিশোধ করেছেন ও থাকার জন্য একটি চৌচালা টিনের ঘর তৈরি করেছেন। মেয়েকে স্কুলে দিয়েছেন, নিজেকে এখন সুখী মনে করছেন। ফরিদা এখন খামারটি বড় করার চিন্তা-ভাবনা করছেন। ইতিমধ্যে পিসিডি'র সঙ্গে যোগাযোগ করে ২০ হাজার টাকার ঋণের ব্যবস্থা করেছেন। এভাবে অভাবী ফরিদা নিজের ইচ্ছা, অকান্ত পরিশ্রম এবং মনোবলের কারণে স্বাবলম্বী হয়েছেন। ফরিদার দেখাদেখি শাহাপুর গ্রামে আরো ৬টি খামার গড়ে উঠেছে। ফরিদা বেগম বিশ্বাস করেন কেউ যদি কঠোর পরিশ্রম করেন এবং কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পান তাহলে অবশ্যই তার জীবনে সাফল্য বয়ে আসবে।

ডিম হাতে নিজের মুরগির খামারে ফরিদা

নারী

যৌতুক, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধে জোরালো ভূমিকা রাখছেন নারী বান্ধবী হোসনা

সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নের ছাতারকোণা ক্লাস্টারের দোয়েল দলের নারী বান্ধবী হোসনা বেগম। বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও বহুবিবাহ বিষয়ে এলাকার মানুষদের সচেতন করে তুলতে তার ভূমিকা অগ্রগণ্য। হোসনা বেগম স্থানীয় সহযোগী সংস্থা আইডিয়া-লিফ প্রকল্পের সহযোগিতায় নারী বান্ধবীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে হোসনা বেগম প্রথমে তার সংগঠন এবং গ্রামবাসীকে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দলের সহযোগিতায় গ্রামবাসীকে সাথে নিয়ে গ্রামে নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রতিরোধে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির লোকজনের সহায়তায় ছাতারকোণা গ্রামের ২টি মেয়ের বাল্যবিবাহ রোধ করেন। ক্লাস্টারের সহযোগিতায় হোসনা বেগম গ্রামের হতদরিদ্র রাজু মিয়ার মেয়ে সেলিনা বেগমের যৌতুকের জন্য ভেঙ্গে যাওয়া সংসারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন এবং তার স্বামী শামীম মিয়ায় সঙ্গে সমঝোতা করিয়ে দেন। পাশাপাশি অন্যান্য প্রকল্পের সহযোগিতা নিয়ে গ্রামের ২০-৩০ জন মা ও কিশোরীদেরকে স্বাস্থ্য সচেতনতার পরামর্শ প্রদানে সহযোগিতা করেছেন। তিনি গ্রামের ৫টি পরিবারের পারিবারিক দ্বন্দ্ব মিটাতে সহযোগিতা করেন। এছাড়া গ্রামের আনোয়ার মিয়া ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও গ্রামের সহায়-সম্বলহীন মতি মিয়ার কন্যা মোসলিমাকে বিয়ে করতে চাইলে হোসনা বেগম গ্রামের কমিটিকে নিয়ে তা প্রতিরোধ করেন। আর এভাবেই হোসনা বেগম নারীদের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও বহুবিবাহ প্রতিরোধে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

নারীদের মাঝে সচেতনতা জাগাতে হোসনা বেগমের উঠান বৈঠক

বাজার ও বাজারজাতকরণ

চাটাই তৈরি ও বাজারজাত করে গ্রামীণ হতদরিদ্র নারীদের সাফল্য

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়নের গুটিলা গ্রামের সূর্যমুখী ভূমিহীন সমিতির সদস্যরা আয়মূলক কাজ হিসেবে চাটাই তৈরি শুরু করেছে। স্যানক্রেড লিফ প্রকল্পের সহযোগিতায় সহজভাবে কাচামাল পাওয়ার জন্য স্থানীয় বাজার ও পাইকারদের সাথে তাদের যোগাযোগ করিয়ে দেয়া হয়। প্রথমদিকে তারা স্থানীয় বাদাঘাট বাজারে প্রতিটি চাটাই ৬০ টাকায় বিক্রি করত, যা তাদের উৎপাদন খরচের চেয়ে কম। লিফ প্রকল্পের কর্মীর পরামর্শে সদস্যরা ৬ ধাপের বাজার সম্প্রসারণ কৌশল অনুশীলন করে। এরপর বিভিন্ন বাজার যাচাইয়ের মাধ্যমে তারা বড় বাজারে পাইকারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং তাদের তৈরিকৃত চাটাই বেশি দামে বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি করে। এতে তারা আগের তুলনায় বেশি আয় করছে। তাদের তৈরিকৃত প্রতিটি চাটাই এর বর্তমান বিক্রি মূল্য ৮০ টাকা। এভাবে চাটাই তৈরি করে আয় বৃদ্ধির ফলে তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটেছে। তাদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

চাটাই তৈরি করছেন সমিতির সদস্যরা

অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের সাথে ক্লাস্টারের কর্মশালা

চাপাইনবাবগঞ্জের সদর, শিবগঞ্জ ও নাচোল এই তিনটি উপজেলায় তৃণমূল, লিফ ও শক্তি প্রকল্পের সহায়তায় ৯টি ইউনিয়নের মোট ৩৬০টি সিবিওর মধ্যে ১৮০টি তাদের সংগঠনের মধ্যে যৌথ ব্যবসা শুরু করেছে। এ ব্যবসাগুলো বড় করার জন্য তারা এমএসই পরিকল্পনা ও ব্যবসায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। সিবিওর সদস্যরা দরিদ্র হওয়ায় তাদের মূলধনও কম। তারা তাদের মূলধন বৃদ্ধির জন্য তৃণমূল, লিফ ও শক্তি প্রকল্পের সহায়তায় নবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় ১৫ মার্চ এবং শিবগঞ্জ উপজেলায় ২৫ মার্চ তারিখে বিভিন্ন অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের সাথে কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মো. আজিজুল ইসলাম

এসব কর্মশালাগুলোতে বিভিন্ন সরকারি অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ, ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জেলা সমবায় অফিসার, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপপরিচালক বিসিক, ম্যানেজার রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, ম্যানেজার সোনালী ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, বিভিন্ন এনজিও কর্মকর্তা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালাগুলোতে গ্রামসংগঠনের প্রতিনিধিরা তাদের ব্যবসা পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নে পুজির সঙ্কটের কথা তুলে ধরেন। পরে উপস্থিত সকলের মধ্যে এ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। উপস্থিত ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগের মাধ্যমে আত্মউন্নয়নে অগ্রহীদের তালিকা গ্রহণ করেন। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে একটি সিবিওর ১২ জন মহিলা সদস্যকে গরু ও ছাগল পালনের জন্য ১০ হাজার টাকা করে, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রাথমিকভাবে ২টি সিবিওতে গরু পালনের জন্য জনপ্রতি ১০ হাজার টাকা করে ঋণ প্রদান করার আশ্বাস দেয়া হয়। এছাড়া উপস্থিত অন্যান্য অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দও একইভাবে তাদের নীতিমালা অনুযায়ী এমএসই সদস্যদের ঋণ প্রদানের আশ্বাস দেন।

ক্ষুদ্র ব্যবসার উন্নয়নে এমএসই নেটওয়ার্ক তৈরি

জীবিকা-লিফ প্রকল্পের কর্মএলাকায় বিভিন্ন পণ্য নিয়ে পরিচালিত ক্ষুদ্র ব্যবসা বা এমএসই দলগুলোতে জড়িত সদস্যরা প্রত্যেকে বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ২৫ টাকা থেকে ৪৫ টাকা করে আয় করছে। তারা তাদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করে দেখতে পায় যে, একদিকে কাঁচামাল সংগ্রহে খরচ কমানো অন্যদিকে বড় বাজারের চাহিদানুযায়ী পণ্য সরবরাহ করতে পারলে তাদের আয় আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব। সেই ভাবনা থেকেই লালমনিরহাট সদর উপজেলাধীন একই পণ্য নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা বা এমএসই (মিনি গার্মেন্টস) পরিচালনাকারী চারটি এমএসই দল গত ৩ নভেম্বর ২০০৯ দিনব্যাপী কর্মশালার মাধ্যমে একটি এমএসই নেটওয়ার্ক গঠন করে। নেটওয়ার্কের কিছু সাধারণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় যৌথভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ ও পণ্য বিক্রি, বড় বাজারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, বাজারের তথ্য আদান-প্রদান, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। পরবর্তীতে এসব কাজ বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনাও প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে এমএসই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসাসমূহ পরিচালিত হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা পরিচালনাকারী দলগুলো তাদের ব্যবসার দ্রুত প্রসার ঘটাতে পারবে এবং পণ্যের গুণগতমান রক্ষাসহ বাজারজাতকরণও সহজ হবে।

স্থানীয় পাইকার, ট্রেডার্স, সেবাদানকারী ও উৎপাদনকারীদের মত বিনিময় কর্মশালা

স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা মহিলা সংহতি পরিষদ (এমএসপি) ও আইসি শক্তি প্রকল্পের সহায়তায় মোহনপুর উপজেলার ক্লাস্টারগুলোর উদ্যোগে গত ২৩ মার্চ মোহনপুর উপজেলার মৌগাছি বাজারে সবজি উৎপাদনকারী, সবজি ব্যবসায়ী বীজ বিক্রেতাদের বাজার উন্নয়ন

বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর উপজেলার অতিরিক্ত কৃষি অফিসার জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানির প্রতিনিধি এবং সবজি উৎপাদনকারী ও সবজি ব্যবসায়ীরা। কর্মশালার সবজি উৎপাদনকারীরা উৎপাদনকালীন ও বাজারজাতকরণের সমস্যাগুলো উল্লেখ করেন। যেমন-সবজির কম মূল্যহার, ভাল বীজের অভাব, সবজির রোগ বালাই, পরিবহন জটিলতা, বাজারের টোল ইত্যাদি। অন্যদিকে সবজি ব্যবসায়ীরা সবজি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা তুলে ধরেন। কর্মশালায় উপস্থিতি প্রতিনিধিরা আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে সব প্রতিনিধির উপস্থিতিতে স্থায়ী সমস্যা সমাধানে সবজি উৎপাদনকারী, সবজি ব্যবসায়ী, ক্লাস্টার প্রতিনিধি, কোম্পানি প্রতিনিধি ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি শক্তিশালী ও যৌথ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। একইভাবে রাজশাহী অঞ্চলের দুর্গাপুর, ঈশ্বরদী এবং শিবগঞ্জ উপজেলায় যথাক্রমে ২২, ২৪ এবং ২৫ মার্চ ক্লাস্টারের সাথে সবজি ব্যবসায়ীদের আরো তিনটি ম্যাচ মেকিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় মতবিনিময়েল দৃশ্য

মোবাইল ম্যানেজারের সহায়তায় এমএসই কার্যক্রমে ঋণ প্রাপ্তি

রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার ৯ নং দামোদরপুর ইউনিয়নের চিকলিরপাড় ক্লাস্টারের নারী উন্নয়ন সমিতির কয়েকজন সদস্য গত জুলাই মাসে ট্রাভেল ব্যাগ তৈরি ও বাজারজাতকরণ এমএসই কার্যক্রম শুরু করে। মোবাইল ম্যানেজার কর্তৃক সার্বিকভাবে সহযোগিতার ফলে ফলে তাদের ব্যবসার দিন দিন উন্নতি হতে থাকে। কিন্তু পুঁজির অভাবে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য তৈরি ও সরবরাহ করতে পারেননা। পুঁজির যোগান হিসেবে ঋণ প্রাপ্তির বিষয়ে মোবাইল ম্যানেজার মো. শফিকুল ইসলাম স্থানীয় বিভিন্ন অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে থাকেন। তিনি বদরগঞ্জ ব্র্যাক কর্মীর সাথে কথা বলে সমিতির একজন সদস্য মোঃ কুদ্দসকে ব্র্যাকের সমিতিতে ভর্তি করান। মো. কুদ্দুস ২ মাসের মধ্যে সমিতির সকল শর্ত পূরণ করে ঋণের জন্য আবেদন করলে ব্র্যাক কর্তৃপক্ষ তার ব্যবসার সার্বিক বিষয় বিবেচনাপূর্বক ১০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করেন। ঋণ প্রাপ্তির ফলে বর্তমানে তার ব্যবসার গতি ফিরে পেয়েছে। বর্তমান তার এমএসইতে মোট তহবিল ৫০,০০০ টাকা। গত জানুয়ারী মাসে এই টাকা দিয়ে উপকরণ কিনে বিভিন্ন ধরনের ট্রাভেল ব্যাগ তৈরি ও বাজারজাত করে ২২,০০০ টাকা মুনাফা করেছেন। ৭ জন অতিদরিদ্র ব্যাগ তৈরির কাজে নিয়োজিত আছে এবং তারা দৈনিক গড়ে ৮০ থেকে ১২০ টাকা আয় করতে পারছে।

প্রশিক্ষণ সংবাদ

হাঁস পালনে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ২৪ মার্চ নিলফামারীর ইটাখোলা ইউনিয়নের ছাড়ার পাড় কাস্টারের মোট ২০ জন অতিদরিদ্রকে ব্রীফ-লিফ প্রকল্পের সহযোগিতায় ইটাখোলা ইউনিয়ন পরিষদে ১ দিনের হাঁসের বাচ্চা পালনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোঃ নাজমুল হুদা ও এলএসপি সুরেন্দ্রনাথ। প্রশিক্ষণে হাঁসের জাত, বিভিন্ন রোগ ও তার লক্ষণ, ভ্যাকসিনেশনের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট হাঁস পালনে অর্ন্তভুক্তকরণের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে ৫টি করে হাঁস বিতরণ করা হয়।

প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে হাঁসের বাচ্চা বিতরণ

নারী বান্ধবীদের ধাত্রী প্রশিক্ষণ

গত ২৪-২৫ মার্চ নওগাঁর বদলগাছী উপজেলায় ১৮ জন এবং ২৮-২৯ মার্চ নওগাঁ সদর উপজেলার ১৮ জন নারী বান্ধবীকে ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন সরকারি মেডিকেল অফিসার ডা. সাহিদা। প্রশিক্ষণ শেষে নারী বান্ধবীদের কিছু উপকরণ যেমন- ১টি ব্যাগ, ১টি ডেটল সাবান, ১টি স্যাভলন, বাচ্চার নাভী কাটার জন্য ১টি কাচি, ১টি আটারী ফোরসেফ ও ১ জোড়া গ্লাভস প্রদান করা হয়, যাতে করে তারা আধুনিক পদ্ধতিতে বাচ্চা প্রসব করাতে পারেন।

ধাত্রী বিষয়ে নারী বান্ধবীদের প্রশিক্ষণের দৃশ্য

ভ্রাম্যমাণ বীজ বিক্রেতাদের গুণগতমানের বীজ বিক্রয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ

এ দেশের প্রান্তিক চাষিরা সাধারণত ভ্রাম্যমাণ বীজ বিক্রেতাদের নিকট থেকে বীজ ক্রয় করে থাকে। পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে ভাল বীজের বৈশিষ্ট্যাবলি, সংরক্ষণ, চাষাবাদ পদ্ধতি এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে পরামর্শ চায়। ভ্রাম্যমাণ বীজ বিক্রেতাদের এসব বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ১৮ মার্চ রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় সমতা নারী কল্যাণ সংস্থার সহযোগিতায় রহমান বীজ

ভান্ডার একদিনের একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। উক্ত প্রশিক্ষণে ৩টি ইউনিয়ন-এর ৩০ জন ভ্রাম্যমাণ বীজ বিক্রেতা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন বাঘা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা। কৃষি কর্মকর্তা এ ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজনের প্রশংসা করেন। সমতা নারী কল্যাণ সংস্থার সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। একইভাবে রাজশাহী অঞ্চলের শিবগঞ্জ উপজেলায় বকুল সীড স্টোর এবং ঈশ্বরদী উপজেলায় রবীন সীড স্টোর এবং পবা উপজেলায় হক সীড স্টোর যথাক্রমে ২১, ২২ এবং ২৪ মার্চ ভ্রাম্যমাণ বীজ বিক্রেতাদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

বাঘা উপজেলায় বীজের প্রশিক্ষণের দৃশ্য

আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ, রায়গঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় এনডিপি-লিফ প্রকল্পের সহায়তায় ২০টি নতুন ক্লাস্টারের ২৫টি নতুন সিবিও'র ২৫ জন ক্যাশিয়ারকে ৬ মার্চ এনডিপি প্রশিক্ষণ কক্ষে একদিনের আর্থিক ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ করানো হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে এনডিপি হিসাব বিভাগের মোছাঃ আরজুমুন ও মীর তানসেন হোসেন প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রশিক্ষণার্থীরা সংগঠনের হিসাব-নিকাশের স্বচ্ছতা ও হিসাবের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার যাবতীয় টুলসের ব্যবহার সম্পর্কে শিখতে পারেন। প্রশিক্ষণে পাশ বহি, খতিয়ান বহি, ক্যাশ বহি, ইত্যাদি হিসাব সংক্রান্ত বহির ব্যবহার সম্পর্কে হাতেকলমে ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিস্তারিত জানতে পারে।

১

২

৩

৪

নতুন মুখ

১) মো. আব্দুল ওয়াদুদ-এ্যাডভাইজার, মার্কেট ডেভেলপমেন্ট এবং সার্ভিস প্রোভিশন, শক্তি প্রকল্প, পিএসএমইউ-রাজশাহী;
২) মোহা. কামরুল হোসেন-এসোসিয়েট এ্যাডভাইজার, মার্কেট ডেভেলপমেন্ট এবং সার্ভিস প্রোভিশন, শক্তি প্রকল্প, সুনামগঞ্জ অঞ্চল;
৩) মো. আনিছুর রহমান-এসোসিয়েট এ্যাডভাইজার, মার্কেট ডেভেলপমেন্ট এবং সার্ভিস প্রোভিশন, শক্তি প্রকল্প, রাজশাহী অঞ্চল;
৪) কামাল উদ্দিন, প্রজেক্ট অফিসার, স্থানীয় সুশাসন কর্মসূচি, শরিক প্রকল্প, রাজশাহী অঞ্চল।

আইসির কর্মীদের মধ্যে দায়িত্বের পরিবর্তন

সাম্প্রতিক সময়ে আইসি লিফ, শক্তি, এএফআইপি, শরিক এবং কয়েকটি নতুন প্রকল্পে বিভিন্ন নতুন মুখের পাশাপাশি কর্মীদের দায়িত্বের মধ্যে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সেগুলো হলো-

লিফ ও শক্তি প্রকল্প: রংপুরের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মাধব চন্দ্র দাস লিফ ও শক্তি প্রকল্পের ডেপুটি কোঅর্ডিনেটর হিসেবে পিএসএমইউ রাজশাহীতে যোগদান করেছেন। শক্তি প্রকল্পের এ্যাডভাইজার এ. কে. ওসমান হারুনী এবং মো. মামুনুর রশীদ যথাক্রমে সুনামগঞ্জে ও রংপুরে আঞ্চলিক সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পেয়েছেন। সুনামগঞ্জের এসোসিয়েট এ্যাডভাইজার জান্নাত নূর রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসে যোগদান করেছেন।

এএফআইপি প্রকল্প: এসোসিয়েট কোঅর্ডিনেটর ড. খন্দকার শফিকুল ইসলাম অ্যাক্টিং প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

শরিক প্রকল্প: আইসির ডেপুটি ডেলিগেট এটিএম আজমুল হুদা শরিক প্রকল্পের ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর এবং তীর্থ সারথী শিকদার ডেপুটি ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রজেক্ট অফিসার এএফএম আমির উদ্দিন এবং শামীম আহসান চৌধুরী যথাক্রমে রাজশাহী ও সুনামগঞ্জের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন।

এছাড়া লিফ ও শক্তি প্রকল্পের ডেপুটি প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর শামীম আহমেদ ইন্টারকোঅপারেশন ঢাকা অফিসে প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে যোগদান করেছেন। এএফআইপি কোঅর্ডিনেটর মোঃ হামিদুর রহমান ক্যাটালিস্টের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন ইম্প্রুভিং লোকাল গভর্মেন্ট সার্ভিসেস প্রোগ্রামের কোঅর্ডিনেটর হিসেবে যোগদান করেছেন। অন্যদিকে ইইউ সহায়তাপুষ্ট সিরি-১ ও ২ ইনোভেশন প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পেয়েছেন যথাক্রমে জহিদ হাসান ও ইসমত আরা লাবনী। রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের এসোসিয়েট এ্যাডভাইজার খন্দকার মোঃ আব্দুস সালাম ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সাথে যৌথভাবে বাস্তবায়নাধীন ফুড ফ্যাসিলিটিজ প্রকল্পের ব্যবস্থাপক হিসেবে যোগদান করেছেন।

শেকড় সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক : মোঃ হামিদুর রহমান
নির্বাহী সম্পাদক : সুলতান মাহমুদ

সদস্য :
অদ্বৈত কুমার রায় — অর্চনা নাথ
মাধব চন্দ্র দাস — এ. কে. ওসমান হারুনী
মোস্তফা নুরুল ইসলাম — তীর্থ সারথী সিকদার

প্রকাশনায়:
সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড কোঅপারেশন (এসডিসি)-এর অর্থায়নে ইন্টারকোঅপারেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত মাঠ কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ।

saakti — শক্তি প্রকল্প
LEAF — লিফ প্রকল্প
AFIP — এএফআইপি প্রকল্প
শরিক — শরিক প্রকল্প

যোগাযোগের ঠিকানা : শক্তি প্রকল্প, বাড়ি ১২৮, রোড ৩, সেক্টর ২, উপশহর, রাজশাহী, ফোন-০৭২১-৭৬১৯০৪ Web: www.intercooperation-bd.org